রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে (ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১৭ শ্রাবণ – ২৩ শ্রাবণ, ১৪২৬ ঃ ৩ আগস্ট – ৯ আগস্ট, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 41, 3 August - 9 August, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : স্বামী অনুপম মজুমদারের খুনের ষড়যন্ত্রের

অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল স্ত্রী মনুয়া মজুমদার ও তার প্রেমিক অজিত রায়। এই মৃত্যুর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে সমাজকেও। পেশাদার খুনীর মতো স্বামীর মৃত্যুর শেষ আর্তনাদও মোবাইলের মাধ্যমে শোনে স্ত্রী। যাকে চূড়ান্ত মনোবিকার বললেও কম বলা হবে।

রবিবার: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও মুখ্যমন্ত্রী

সংখ্যালঘু তোষণকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করলেন বিদায়ী রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। জানালেন, সরকারের এই নীতির জন্য সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। যদিও এতদিন পর রাজ্যপাল কেন এ কথা বললেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

সোমবার: রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সফরসঙ্গী হয়ে আফ্রিকা

গেলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

মঙ্গলবার: প্রশান্ত কিশোর ওরফে পিকে পরামর্শদাতা হিসেবে

আসার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদক্ষেপে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বেশ কিছু অভিনবত্ব। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রশমন করতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী এবার চালু করলেন 'দিদিকে বলো' দাওয়াই। একটি নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করে ও ওয়েবসাইটে অভিযোগের কথা জানালে তার নিরসনে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলেও জানিয়েছেন মমতা।

বুধবার: শপথ নিলেন রাজ্যের নয়া রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়।

সুপ্রিম কোর্টের এই দুঁদে আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা ধনখড়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কের রসায়ন কেমন হবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা।

বৃহস্পতিবার: আশঙ্কাকে সত্যি করে কাফে কফি ডে'র কর্ণধার

ভি জি সিদ্ধার্থের মৃতদেহ উদ্ধার হল কর্ণাটকের নেত্রাবতী নদীর তীর থেকে। পুলিশের মতে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। অন্যদিকে তার মৃত্যু নিয়ে মোদী জমানার আয়কর সন্ত্রাসকে কাঠগড়ায় তুলছে বিরোধীরা।

শুক্রবার: উন্নাও ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে তীব্র ক্ষোভ পোষণ করল শীর্ষ

আদালত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ বললেন, 'এসব কি চলছে দেশে?' এদিকে বিজেপি উত্তরপ্রদেশের বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারকে ইতিমধ্যেই দল থেকে বহিষ্কার করেছে। যদিও তাতে যোগী সরকারের মুখ রক্ষা হচ্ছে না বলেই ধারনা ওয়াকিবহাল মহলের।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ডায়মন্ড হারবারে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ ধ্বস

উঠল কাটমানি প্রসঙ্গ

কুনাল মালিক

গত বৃহস্পতিবার সূর্যের আলো পরিস্কার হওয়ার আগেই ডায়মন্ড হারবারে হুগলি নদীর জেটি ঘাটের কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ ধ্বস নামে। এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি চিৎকার করতে থাকে। আগে এমন ভয়াবহ ধ্বস দেখেনি ডায়মন্ড হারবার। কলকাতা–কাকদ্বীপ রুটের যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। যে ৫০০ ফুট এলাকা জুড়ে ধ্বস নেমেছে সেখানে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর উদ্যোগে পূর্ত দফতরের ব্যবস্থাপনায় নদী পাড় সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছিল। গত ৭ ডিসেম্বর ২৫ কোটি টাকার এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, নদীর পাড়ে ভারি ভারি যন্ত্র নিয়ে ভাইব্রেশনের মাধ্যমে কাজ হচ্ছিল। প্রসঙ্গত ২০১০ সালে এই এলাকায় একবার ধ্বস নেমেছিল। অনেকের ধারণা দীর্ঘদিন ধরেই এখানকার নদী বাঁধের অবস্থা ভঙ্গুর হচ্ছিল। তার ওপর নদীর জোয়ারের তীব্রতাও বেশি ছিল এই অংশে। নদী বাঁধের ওপর অত্যাধিক চাপ পড়ায় এই ভয়াবহ ধ্বস নামে। ডায়মন্ড হারবার পুর এলাকায় ৬, ৮, ৯, ১০ নম্বর ওয়ার্ডগুলির মানুষ এই ধ্বসে রীতিমতো আতঙ্কিত। পূর্ত দফতরের আধিকারিক, জেলা পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করলেও শুক্রবার পর্যন্ত ওই পথে যান চলাচল হচ্ছে না। এলাকার বিধায়ক দীপক হালদার বলেন, তিনি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীকে জানিয়েছেন। জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখও ঘটনাস্থলে যান। তিনি বলেন, দ্রুত বাঁধ সংস্কারের চেষ্টা হচ্ছে। তবে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর ২৫ কোটির এই সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোনো আধিকারিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বাম সংসদীয় নেতা তথা বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, নদীর যে জায়গায় সৌন্দর্যায়ন হচ্ছিল, সেই জায়গার মৃত্তিকার চরিত্র পরীক্ষা আগে দরকার ছিল। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, আগে শহর বাঁচুক, তারপর সৌন্দর্যায়ন।

বাম আমলেও এখানে সৌন্দর্যায়ন হয়েছে, তবে সমস্ত নিয়ম মেনে। সুজন বাবু বলেন, এখানে ৩০ শতাংশ কাটমানির গল্প নেই তো? তিনি বিষয়টিকে ম্যান মেড বিপর্যয় বলে দাবি করেন। স্থানীয় মানুষদের দাবি যে এজেন্সি এই কাজের বরাত পেয়েছিল তাকে চিহ্নিত করে সরেজমিনে এই বিপর্যয়ের তদন্ত করা হোক।

দৃষ্টিশক্তি খুইয়ে এখন নতুন চশমার খোঁজ

ওঁকার মিত্র

কাটমানি ফেলো, দিদিকে বলো, ঘর ঘর চলো। পশ্চিমবঙ্গে এখন জাগ্রত বিবেকের দশা চলছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কথায় বলে 'বাঘে ছুঁলে ১৮ ঘা'। গত লোকসভা নির্বাচনের ফলে বিজেপির '১৮ ঘা' বিশ্লেষণের পর দলনেত্রীর এই বিবেকের ডাক তাঁকে কতটা হারানো জমি ফিরিয়ে দেবে তা নিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তুমুল হৈ চৈ। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই কাটমানি হাতিয়ার করে শোরগোল ফেলেছে। এবার তৈরি হচ্ছে দিদিকে বলার জন্য। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে তৃণমূল দলের স্বাস্থ্য ফেরাতে কর্পোরেট ধাঁচে হেল্পলাইনের এই হাওয়া পরিবর্তন তো দূরস্ত, উল্টে বিপদও ডেকে আনতে পারে। লক্ষ লক্ষ চিটফান্ড প্রতারিতরা যদি দিদিকে টাকা ফেরতের কথা বলতে থাকেন, আদিবাসীরা তাদের বঞ্চনা তুলে ধরতে থাকেন, সরকারি প্রকল্পের ফড়েদের বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হতে থাকেন তাহলে বিড়ম্বনা বাড়বে বই কমবে না। কারণ অভিযোগ সমাধানে প্রয়োজন আর্থিক সামর্থ ও রাজনৈতিক সততা। দুটিই আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। আগামী দু বছরে তা পুনরুদ্ধারের আশা কম।

রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে প্রকাশিত হওয়া ছোট–বড়–মাঝারি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের মতে দলনেত্রী তৃণমূল স্তর থেকে ক্ষোভ তুলে আনতেই আসলে 'দিদিকে বলো' চালু করেছেন। তিনি বুঝতে চাইছেন অসন্তোষের বিষ কতটা গভীর পর্যন্ত ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তাঁদের মতে এই কাজটিই করে থাকে জেলাভিত্তিক সংবাদপত্রগুলি। আগেকার নেতারা তাই এই সব সংবাদ মাধ্যমকে সরকারের চোখ বলে অভিহিত করতেন। ১৯৭৮ সালে গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি এইসব সংবাদপত্রগুলিকে সরকারের স্বার্থেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাঁচিয়ে রাখার সুপারিশ করেছিল। রিপোর্টে বলেছিল বেশি করে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে সস্তায় নিউজপ্রিন্ট সরবরাহ করে, এমনকি ঋণের ব্যবস্থা করে এইসব ছোট মাঝারি সংবাদপত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কারণ গ্রাম শহরের তৃণমূল স্তরের বঞ্চনা, দুর্নীতি, চাহিদার কথা তুলে ধরে সরকারের চোখ খুলে দেয় এরাই। বিগত বাম সরকারের শেষ দিকে এইসব সুপারিশ আস্তাকুঁড়ে স্থান পেয়েছে। জেলার বহু সংবাদপত্র আর্থিক অনটনে চোখ বুজেছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করেছে দলের করে খাওয়ানেতারা। অবশেষে পতন রোখা যায়নি বামেদের। তৃণমূল সরকার আসার পরেও পরিস্থিতি বদলায়নি। এমনকি এখন সরকারি হাইপ্রোফাইল বৈঠকেও আমন্ত্রণ পান না এরা। সরকারি কার্ড বা সুযোগ সুবিধা তো দূর অস্ত। সাংবাদিকদের পেনশন, ভাতা আটকে রয়েছে ভাষণেই। অর্থাৎ ছোট, মাঝারি সংবাদপত্রকে পাত্তা না দিয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে সরকার। শীর্ষ কর্তারা জানতেই পারছেন না গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিদিন দানা বাঁধছে ক্ষোভ বিক্ষোভ। এখন তারই হদিশ পেতে চালু করতে হচ্ছে রাজনৈতিক হেল্পলাইন।

কিন্তু এই হেল্পলাইন মারফত প্রকৃত ক্ষোভের হদিশ পাওয়া যথেষ্ট কঠিন বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। কারণ এটিও নিয়ন্ত্রিত হবে স্থানীয় দলীয় নেতাদের মর্জি মাফিক। শাসকদলের সমর্থকদের বাইরে থেকে যাবেন বহু মানুষ যারা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ভয়ে মুখই খুলবেন না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের আরও এক ব্যাখ্যা হল দল শাখা প্রশাখা বিস্তারের বদলে এর ফলে আরও দিদি নির্ভর হয়ে পড়ল। স্থানীয় নেতাদের প্রতি আরও আস্থা হারাবে সাধারণ মানুষ। এইভাবে জেলায় জেলায় সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়লে তা নিঃসন্দেহে প্রভাব ফেলতে পারে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে।

হাবড়া পুরবোর্ডের অনুপস্থিতি কী দায়ী?

এক বছর পর ফের ডেঙ্গু ফিরল উত্তর ২৪ পরগনায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

গত বছর অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকার পর এবছর আবার ডেঙ্গুর প্রকোপ মহামারীর আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চলেছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ২০১৭ সালে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ডেঙ্গু একপ্রকার মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। প্রায় তিন শতাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল ডেঙ্গুতে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হাবড়া, দেগঙ্গা, মিনাখাঁ, বসিরহাট ব্লকগুলি। সেবার অজানা জ্বর দিয়ে শুরু হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ডেঙ্গুতে রূপান্তরিত হয়। গত বছর অর্থাৎ ২০১৮ সাল তা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এবার আবার তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এবার হাবড়া দিয়ে এর প্রকোপের সূচনা হয়েছে। হাবড়া পুরসভার ২৪টি ওয়ার্ড সহ হাবড়া ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে ডেঙ্গুর প্রকোপ ভয়াবহ বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে হাবড়া হাসপাতালের ১৩১টি শয্যার সব কটিতেই অজানা জ্বরে আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়ে আছে। এমনকি হাসপাতালের মেঝেতেও রোগী ভর্তি। জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের রক্তের নমুনা পরীক্ষায় অনেকেরই ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া গিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হাবড়া হাসপাতালের সুপার শঙ্করলাল ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী প্রায় সত্তর জনের রক্তে ডেঙ্গু পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি নেই বলে হাসপাতাল সুপার জানান। আক্রান্ত গ্রামপঞ্চায়েতগুরি মধ্যে কুমড়ো–কাশীপুর এবং পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েতে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। হাবড়া সংলগ্ন অশোকনগর, গাইঘাটা এলাকা থেকেও রোগী আসছে বলে জানা গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাবড়ার বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অবশ্য 'যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাফাই অভিযানে নামা হয়েছে,' বলে উল্লেখ করেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন একটি মোকাম অঞ্চল। একারণে প্রতিদিনই এখানে বাংলাদেশ থেকে ব্যবসায়ীদের আনাগোনা লেগেই থাকে। মন্ত্রীর আশঙ্কা যেহেতু বাংলাদেশ সরকার ডেঙ্গুকে মহামারী ঘোষণা করেছে, সেহেতু এইসব বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের আনাগোনার মাধ্যমেও হাবড়ায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে পারে।

কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় এক বছর হাবড়া পুরসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় তা প্রশাসক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। একারণে গোটা পুর এলাকা জুড়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধমূলক কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি পুরসভার পক্ষে। সারা বছর ধরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে যে কর্মসূচি পালনের নির্দেশিকা আছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তা কার্যত হাবড়ায় অবহেলিত।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভাঙা শুরু গদখালির ট্যুরিস্ট লজ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। প্রতি বছরই দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ পর্যটকরা আসেন সুন্দরবনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য। এই রহস্যে ঘেরা সুন্দরবনে ৪০০র অধিক প্রজাতির গাছ গাছালি,বিভিন্ন জীবজন্তু,নদীনালা এবং বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখার জন্য পর্যটকদের আনাগোনা চলে প্রায় সারা বছর ধরেই।সুন্দরবনে বেড়াতে আসা সেই পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই ২০১২–১৩ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে চারতলা একটি ট্যুরিস্ট লজ বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু করেছিল গদখালির বিদ্যাধরী নদীর পাড়ে। পরে সেই ট্যুরিস্ট লজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশের দপ্তরের সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ জমা পড়েছিল। পরিবেশবিদদের পক্ষ থেকে অভিযোগ জমা পড়েছিল গ্রিন ট্রাইব্যুনালে। বিষয় টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে পড়ে গ্রিন ট্রাইবুনাল সেটি ভাঙার নির্দেশ দেয়। বাসন্তী ব্লকের মসজিদবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে থাকা এই ট্যুরিস্ট লজটি একেবারে বিদ্যাধরী নদী লাগোয়া অবস্থিত। গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশ পাওয়ার পর জেলা পরিষদ বুধবার তা ভাঙার কাজ শুরু করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রচার আন্দোলন ছাড়া তিন তালাক বিল অসম্পূর্ণ

শক্তি ধর : গত লোকসভা নির্বাচনে তাৎক্ষণিক ভোটের রাজনীতি শেষ হয়ে যেতেই সংসদের দুই কক্ষেই পাশ হয়ে গেল তিন তালাক নিষিদ্ধকরণ বিল। গত বৃহস্পতিবার অনুমোদন মিলেছে রাষ্ট্রপতিরও। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের আশঙ্কা ছিল এই বিলকে কেন্দ্র করে রাজ্যসভায় ফের এককাট্টা হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়াবে বিরোধীরা। এনডিএর কোনও কোনও শরিকও বেঁকে বসতে পারে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা হয়নি। জলে নামব অথচ বেণী ভিজাবো না স্টাইলে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা পথ করে দিয়েছে তিন তালাক বিল পাশের। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস, আপ সহ বিরোধীরা মুখে বিলের বিরোধিতা করলেও কেউই সেইভাবে সদস্যদের উপস্থিতি নিয়ে হুইপ জারি করে নি। ফলে কেউ ওয়াক আউট করায় আবার কেউ অনুপস্থিত থাকায় সুগম হয়েছে বিলের পথ।

সমাজবিদরা বলছেন তিন তালাক বিল পাশ নিয়ে রাজনৈতিক মহল যতই উল্লসিত হোক না কেন সামনের পথ আরও কঠিন। ধর্মের নামে দীর্ঘদিন ধরে চলা কু–প্রথা, অন্ধবিশ্বাস, কু–সংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়া এতো সোজা নয়। সেই কবে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ রোধ আইন পাশ করিয়েছিলেন। কিন্তু আজও পুরোপুরি সেসব প্রথা বন্ধ হয়নি ভারতবর্ষে। তিন তালাকের অন্ধকারও এত সহজে দূর হওয়ার নয়। মুর্শিদাবাদের তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন রোকেয়া উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক খাদিজা বানু বলেন, এই বিল একটা ফৌজদারি তকমা ছাড়া কিছুই নয়। এখানে খোরপোশ দেওয়ার কোনও নির্দিষ্ট ধারা নেই। একাধিক বিয়ের ব্যাপারেও কিছু বলা হয়নি। তাই বিলের সুফল নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

আইন পাশের পাশাপাশি সরকার সমাজ সচেতনতামূলক পরিকল্পনা রচনা করুক। পুস্তিকা সহ প্রচার সামগ্রী ছড়িয়ে দেওয়া হোক দেশের প্রতিটা ব্লকে।

মুসলিম মহিলাদের অধিকার রক্ষায় গঠিত যৌথ আন্দোলন কমিটির আহ্বায়ক ওসমান মল্লিক জানান, তিন তালাক বিল পাশ হলেও মুসলিম মহিলারা এখনও অনেক সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই বিবাহ বিচ্ছেদে সমান অধিকার, সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার, নাবালক বা নাবালিকা সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বহুগামিতা বন্ধ সহ ছ দফা দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

আইনজীবী নার্গিস তানজিমা জানান, তিনি তালাক প্রাপ্ত অসহায় মহিলাদের আইনি সহায়তা দিতে গিয়ে দেখেছেন সুপ্রিম কোর্ট তালাক নিষিদ্ধ করলেও স্থানীয় থানা কোনও ব্যবস্থা নেয় না ধর্মীয় অজুহাত দেখিয়ে। তাই সমাজকে সচেতন না করলে শুধু আইন করে তিন তালাক বন্ধ করা সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে মাঠে নামতে রাজি বহু তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম নারী। তাঁদের মতে আইন পাশের পাশাপাশি সরকার সমাজ সচেতনতামূলক পরিকল্পনা রচনা করুক।

এরপর পাঁচের পাতায়

আদিগঙ্গার অবহেলা ছাপ ফেলেছে পটুয়াপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে কালীঘাট আদিগঙ্গার স্থান অনন্য। মনসামঙ্গল থেকে চৈতন্য চরিতামৃত পবিত্র কাব্যে বারবার উদ্ভাসিত হয়েছে ভাগীরথী গঙ্গার এই শাখাটি। এরই পাড়ে কলকাত্তাওয়ালী মা দক্ষিণা কালীর অবস্থান। শুধু তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতাই নয় এই আদিগঙ্গার পাড়েই গড়ে উঠেছিল বিপুল কর্মক্ষেত্রের হাট–বাজার–গঞ্জ। এইসব ব্যবসা ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহণের প্রধান মাধ্যম ছিল এই জলধারা। আদি গঙ্গার সেই অবদান কিন্তু মনে রাখে নি মানবসভ্যতা। ব্রিটিশ আমলেই কৌলিন্য হারিয়েছে নাম বদলে। আদি গঙ্গা হয়েছে টালিনালা। এরই পাড়ে গড়ে উঠেছে অগণিত অবৈধ ঝুপড়ি। মানববর্জের দূষিত খালে পরিণত হয়েছে কালীক্ষেত্রের পাপনাশিনী গঙ্গাজল। এরই বুকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে মেট্রোরেলের স্তম্ভ। মানব সভ্যতার এত গরল বুকে নিয়েও কিন্তু আজও এতটুকু সহানুভূতি পায় না আদিগঙ্গা। জমে উঠছে পলির স্তূপ, কমে যাচ্ছে নাব্যতা, তবু কেউ দেখার নেই।

এই অবহেলার ভোগান্তি এবার বড় হয়ে দেখা দিয়েছে কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অদূরে মৃৎশিল্পী মহল্লায় পুজোর আগে আশঙ্কা দানা বেঁধেছে মাটি পরিবহনে। বাড়তি খরচা করে মাটি বয়ে আনতে হচ্ছে খিদিরপুরের দইঘাট থেকে। ফলে দাম বাড়ছে প্রতিমার, আয় কমছে শিল্পীদের। পটুয়াপাড়ায় গিয়ে শোনা গেল গুঞ্জন, আদি গঙ্গার পাড়ে অবস্থিত মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির নিরাপত্তার কারণেই নাকি

মৃৎ শিল্পীরা বলছেন

- আগে মাটি আনতে প্রতি গাড়ি খরচ পড়ত ৬০০ টাকা।
- এখন দই ঘাট থেকে মাটি আনতে গাড়ি প্রতি খরচ পড়ছে গড়ে ১৫০০ টাকা।
- দাম বাড়ছে প্রতিমার।
- বাড়ছে অন্যান্য সামগ্রীর দামও।
- ক্রেতা কমছে প্রতি বছর।
- লাভও কমছে পাল্লা দিয়ে।

বন্ধ হয়েছে মাটি আগমন।

আসল কারণ কি? পুরসভার টালি নালা বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেল আদি গঙ্গায় নৌকা প্রবেশে কোনও আপত্তি নেই পুরসংস্থার। পুলিশের তরফেও এমন কোনও নির্দেশ জারি হয় নি। পুর আধিকারিকদের মতে হয়তো গঙ্গার নাব্যতা হ্রাস পাওয়াতেই নৌকা এগোতে বাধা পাচ্ছে। অর্থাৎ পটুয়াপাড়ায় আশঙ্কার মেঘের উৎস আদিগঙ্গার প্রতি অবহেলা কবে তা নিরসন হবে কেউ তা জানেনা কবে মাটি কাটা হবে, কবে আবার আদিগঙ্গার বুক জলে ভরে উঠবে তার সদুত্তর দিতে পারলেন না জন প্রতিনিধিরাও।

কলকাতা পুরসংস্থার ধারণা অনুযায়ী সত্যি যদি আদি গঙ্গার নাব্যতা নৌচলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে তাহলে শুধু পটুয়াপাড়ার মৃৎশিল্পীরাই নয় বর্ষায় ও কোটালে দুপাড়ের বাসিন্দাদের কপালে প্লাবিত হওয়া ছাড়া কোনও গতি নেই। এমনিতেই শ্রাবণ–ভাদ্র মাসে প্রতি বছর আদি গঙ্গা বা টালিনালার জলে প্লাবিত হয় কালীঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকা। নিকাশি নালা ভরে ওঠে পলিমাটিতে। এরপর নাব্যতার সমস্যা গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো। এলাকাবাসীদের অভিযোগ আদি গঙ্গার দুরাবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চললেও কারোরই কোনও হেলদোল নেই। পুরসংস্থা, সেচ দফতর কেউই কলকাতার ঐতিহ্য ঐতিহাসিক আদি গঙ্গার দিকে ফিরেও তাকায় না। স্বচ্ছ ভারত, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান, নমামি গঙ্গে কত কিছু এল গেল। আদি গঙ্গা পড়ে আছে সেই তিমিরেই।

অনুকূল পরিস্থিতিতেও প্রতিকূলতার উথাল–পাতাল বাজারে

পার্থসারথি গুহ

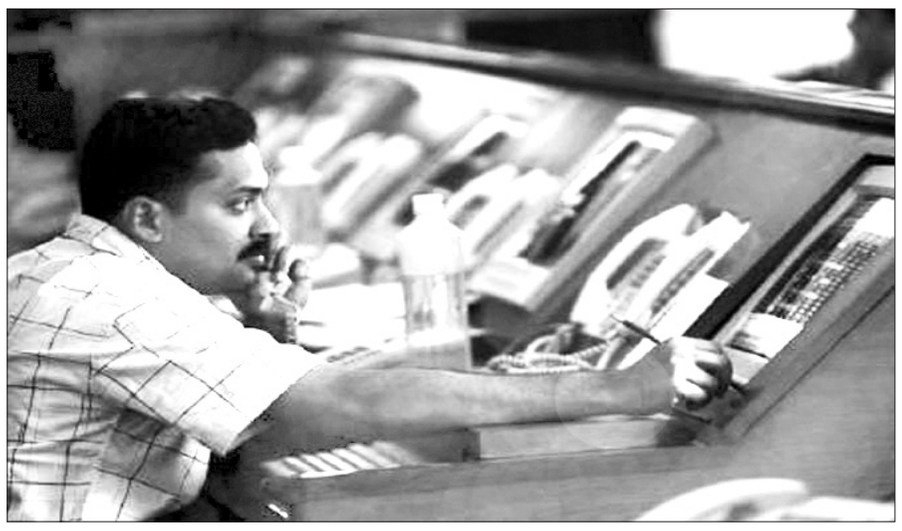

দেশে সব কিছু অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও ভারতের শেয়ার বাজার কিন্তু নমো–রিটার্নসের পর সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ উচ্চতা তৈরি করে নিচে নামা শুরু করেছে। ভারতীয় শেয়ার বাজারে হঠাৎ করেই নেমে এসেছে বেয়ার অ্যাটাক।। তা বলে বুলরা ঘাবড়ে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন তা নয়। বরং তাঁরা মনে করছেন এতে আসলে শাপে বর হচ্ছে। কারণ, একটানা বাড়তে থাকা বাজার সূচকের স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনওকালেই খারাপ নয়। তাছাড়া লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর ঢের আগেই বাজার তুঙ্গী হয়ে জানান দিয়েছিল চর্বি জমার কথা। সুতরাং যা হওয়ার তাই হচ্ছে এখন। রোজই নামছে বাজার, সূচকের পতনে আতঙ্ক বাড়ছে লগ্নিকারীদের। ১২ হাজারের উচ্চতা থেকে নিফটি প্রায় ৮০০ পয়েন্টের বেশি পতন ঘটিয়েছে। শতাংশের হিসেবে ৭–৮ শতাংশ।

এই জায়গা থেকে ব্যাকগিয়ার দিয়ে নিফটি বড়জোর ১১ হাজার ছুঁতে পারে বলে ধারনা বিশেষজ্ঞদের। তারপর হয়তো ইউটার্ন ঘটবে। কারণ, এখনও যেসব রসদ হাতে আছে তার ওপর ভর করে বেশিদিন নিচে থাকা যায় না। তা বলে হয়তো ধেই ধেই করে এখনই নাচ দেখাবে না সূচক। কিন্তু লড়াই এবার শুরু হওয়ার মুখে। অর্থাৎ প্রতিরোধের এই অধ্যায়ে প্রত্যাঘাত করতেই পারে বুলরা। সেজন্যই হয়তো দাঁতে দাঁতে চেপে রয়েছেন এই বুল বাবাজিরা। তবে মিডক্যাপ যেভাবে এখনও গোত্তা খেয়ে নিচে পড়ে রয়েছে তা অগণিত বিনিয়োগকারীকে স্বস্তি পেতে দিচ্ছে না। এই অচলাবস্থা কাটবে কিভাবে জল্পনা চলছে তা নিয়েই। আশু সমাধান হয়তো নেই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, সূচকের এই অংশ টাইম ওয়াইজ কারেকশন করছে এখন। এটা হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে শেষ হবে। তারপর টপ গিয়ার নেবে মিডক্যাপ।

যেসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে শেয়ার বাজার এই বছর চালিকা শক্তি লাভ করেছে তার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, মার্কিন ফেডের সুদের হার, ত্রৈমাসিক রেজাল্ট পর্ব, সর্বোপরি গত মার্চ–এপ্রিলের, অগস্ট–সেপ্টেম্বরের ত্রৈমাসিকের অভূতপূর্ব সাফল্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র দেখে নিয়ে তবেই এই বিদেশিরা লগ্নি করবেন। সেটা ইতিবাচক দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখনও গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারতের জিডিপি বা গড় বৃদ্ধির হার অনেকটাই ওপরে। তাছাড়া এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

এতদিন হয়েছে কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থেকেছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হয়েছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন। তারপর তার দাম হু হু করে বাড়তে থাকল। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে তো ভাগ্যকে দোষারোপ করবে যে কেউই। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। আর দুমদাম এর ওর কথায় শেয়ার কেনাবেচা করতে গেলে জুটবে লবডঙ্কা। সেটা বলার জন্য শেয়ার বিশারদ হওয়ার প্রয়োজনও নেই।

অর্থনীতি

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ আগস্ট – ৯ আগস্ট, ২০১৯

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

বৃষ : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

কন্যা : উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

বৃশ্চিক : আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। ভ্রমণে বিদেশে পাড়ির সম্ভবনা।

ধনু : যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর–স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

কুম্ভ : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

মীন : অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে। প্রেমিকের থেকে প্রতারণার যোগ রয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়ায় ৩৫৫ জন নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৫৫ জন স্কিল্ড ট্রেডস ম্যান ও এয়ার ক্রাফট টেকনিশিয়ান নেবে এয়ার ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস। এটি এয়ার ইন্ডিয়ার অধীনস্থ একটি সংস্থা। নিয়োগ করা হবে সংস্তার চার রিজিয়নে। স্কিল্ড ট্রেডসম্যান নিয়োগ করা হবে বিভিন্ন ট্রেডে। ৫ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ করা হবে। ভালো কাজের নিরিখে চাকরির মেয়াদ আরও ৫ বছরের জন্য বাড়ানো হতে পারে।

রিজিয়ন অনুসারে শূন্যপদ : নর্দার্ন রিজিয়ন : স্কিল্ড টেডস ম্যান : শূন্যপদ ৩৪টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। ইস্টার্ন রিজিয়ন : স্কিল্ড ট্রেডস ম্যান : শূন্যপদ ২৪টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এয়ারক্রাফট টেকনিশিয়ান : শূন্যপদ ৪০টি (সাধারণ ১৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। সাদার্ন রিজিয়ন : স্কিল্ড ট্রেডস ম্যান : শূন্যপদ ১৭টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এয়ার ক্রাফট টেকনিশিয়ান : শূন্যপদ ৫৫টি (সাধারণ ২৭, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। ওয়েস্টার্ন রিজিয়ন : স্কিল্ড ট্রেডস ম্যান : শূন্যপদ ৮০টি (সাধারণ ৩৮, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৬, ও বি সি ২০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৮)। এয়ারক্রাফট টেকনিশিয়ান : শূন্যপদ ১০৫টি (সাধারণ ৪৮, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৯, ও বি সি ২৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১০)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্কিল্ড ট্রেডস ম্যান পদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই টি আই–সহ ২ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা অ্যাভিয়েশনে ১ বছরের অভিজ্ঞতা। ট্রেডগুলি হল : ফিটার অ্যান্ড শিট মেটাল, পেইন্টার, টেলর / আপহোলস্টারি, এক্স–রে / এন ডি টি, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, প্ল্যান্ট ইলেক্ট্রিক্যাল, প্ল্যান্ট মেকানিক্যাল, ফাইবারপ্লাস (কার্পেন্টার), ড্রাফটস ম্যান (মেকানিক্যাল)।

এয়ারক্রাফট টেকনিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে এয়ার ক্রাফট মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে

কাজের খবর

ডিপ্লোমা। অথবা মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স বা টেলি–কমিউনিকেশন বা রেডিও বা ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা। সেই সঙ্গে এয়ার ক্রাফট মেইন্টেন্যান্সে এক বছরের অভিজ্ঞতা।

বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি–রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২০,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ওয়াক ইন ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউয়ের তারিখ ২৬ আগস্ট থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর। পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা, নয়াদিল্লি, হায়দরাবাদ ও মুম্বই।

বিস্তারিত জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.airindia.in

স্টেট ব্যাঙ্কে স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রেডিট অ্যানালিস্ট পদে ৭৫ জনকে নেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল থ্রি ও স্কেল টু–য়ে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CRPD/SCO/2019–20/08.

শূন্যপদের বিবরণ : ক্রেডিট অ্যানালিস্ট (এম এম জি এস–টু) : ২০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সি এ বা ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ এম বি এ বা ম্যানেজমেন্টে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, সঙ্গে ব্যাঙ্কে বা কোনও আর্থিক সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নিয়োগ হবে কমার্শিয়াল ক্লায়েন্টস গ্রুপে।

ক্রেডিট অ্যানালিস্ট (এম এম জি এস–থ্রি) : ৩০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সি এ বা ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন সহ এম বি এ বা ম্যানেজমেন্ট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, সঙ্গে কোনও ব্যাঙ্কে বা আর্থিক সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নিয়োগ হবে কমার্শিয়াল ক্লায়েন্টস গ্রুপে।

এম এম ই ক্রেডিট অ্যানালিস্ট (এম এম জি এস–থ্রি) : ১০টি। এস এম ই ক্রেডিট অ্যানালিস্ট–স্ট্রাকচারিং (এম এম জি এস–থ্রি) : ৪টি। এস এম ই ক্রেডিট অ্যানালিস্ট সেক্টর স্পেশ্যালিস্ট (এম এম জি এস–থ্রি) : ১১টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি ই বা বি টেক, সঙ্গে ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশনসহ এম বি এ অথবা সি এ বা সি এফ এ। এর পাশাপাশি ব্যাঙ্ক, নন–ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি বা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। নিয়োগ হবে প্রোজেক্ট ফিনান্স স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিটে।

নিয়মানুসারে তফসিলি, ও বি সি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং আর্থিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

বয়স : ৩০–৬–২০১৯ তারিখে ক্রেডিট অ্যানালিস্ট–কমার্শিয়াল ক্লায়েন্টস গ্রুপ (এম এম জি এস–থ্রি) পদের ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৩৫ বছর এবং অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে ২৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–থ্রি–র ক্ষেত্রে ৪২,০২০–৫১,৪৯০ টাকা এবং স্কেল টু–য়ের ক্ষেত্রে ৩১,৭০৫–৪৫,৯৫০ টাকা।

প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটগুলির যে–কোনও একটির মাধ্যমে : https://bank.sbi/careers বা https://www.sbi.co.in/careers প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১২ অগস্ট। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর জেপিজি বা জে পি ই জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০০ × ২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালি দিয়ে সই করা (১৪০ × ৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। এছানাও প্রার্থীর সংশ্তি জীবনপঞ্জি, সচিত্র পরিচয়পত্র, বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র, কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ও পূরণ করা ফর্ম–১৬ স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে ফি বাবদ দিতে হবে ৭৫০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদেরয ক্ষেত্রে ১২৫ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ১৩৯

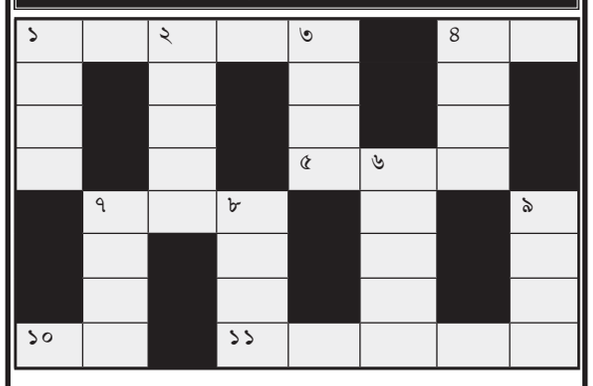

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। '— এ বসন্ত, সখী, কখনো আসেনি বুঝি আগে' ৪। প্রচন্ড, তীব্র, কোপন ৫। সূর্য ৭। শুল্ক বা করের অযোগ্য ১০। ধারণীয় ১১। সুগন্ধি ফুল বিশেষ।

উপর–নীচ

১। নগদ টাকায় পাওনা পরিশোধ ২। রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থ ৩। ক্রুদ্ধ ৪। বাগান, বাগিচা ৬। পর্যটক ৭। যা ঘটবেই ৮। রসপূর্ণ ৯। লোকচক্ষুর আড়ালে অপসারণ।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে ড্রাইভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ড্রাইভার পদে ৪০ জনকে নেবে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। নিয়োগ হবে চুক্তিতে। প্রার্থীকে এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ। এর পাশাপাশি ১–৮–২০১৯ তারিখ অনুসারে অন্তত ৩ বছরের বৈধ লাইট মোটর ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট কাজে কোনও স্বীকৃত সংস্থায় ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক।

বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন : প্রতি মাসে ১১,৫০০ টাকা। প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের ইন্টারভিউ, ড্রাইভিং টেস্ট ও মেডিক্যাল টেস্ট হবে।

প্রার্থীর সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি–সহ একটি সাদা কাগজে আবদেন করবেন। The Commissioner of Police, Chandannagar Police Commissionerate, Chinsurah Police Lines, Chinsurah Hooghly–কে উদ্দিষ্ট করে দরখাস্ত করবেন। দরখাস্তে প্রার্থীর মোবাইল নম্বর লিখে দেবেন।

দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : * প্রার্থীর ১ কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। * বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * প্রার্থীর সচিত্র পরিচয়পত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ২০ অগস্টের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় মোটর ট্রান্সপোর্ট সেকশনে রাখা ড্রপবক্সে সরাসরি গিয়ে জমা দিতে হবে। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন উপরোক্ত ঠিকানায়।

পুরনো দলিল–দস্তাবেজ সংরক্ষণের সার্টিফিকেট কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরনো দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ বিষয়ে স্বল্প মেয়াদের সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে ন্যাশনাল আর্কাইভস অব ইন্ডিয়ার স্কুল অব আর্কাইভাল স্টাডিজ। কোর্সটির পুরো নাম 'সার্টিফিকেট কোর্স ইন সার্ভিসিং অ্যান্ড রিপেয়ার অব রেকর্ডস'। এটি একটি অনাবাসিক কোর্স। কোর্স চলবে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স : ফ্রেশার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর এবং স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কোর্স ফি : ৩০০ টাকা। তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.nationalarchives.nic.in

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা আবেদন পত্র ৯ অগস্টের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Director General of Archives, National Archives of India, Janpath, New Delhi– 110 001.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন

* ফি বাবদ ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে দিতে হবে ১০০ টাকা। ফি 'Director General of Archives, National Archives of India'–র অনুকূলে নিউ দিল্লিতে প্রদেয় হতে হবে।

* প্রার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রেরর প্রত্যয়িত নকল।

* কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

পুরসভার স্কুলে ৫০০ শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫০০ জন স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করবে কলকাতা পুরসভা। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ও ওড়িয়া মাধ্যম স্কুলগুলিতে নিয়োগ হবে। সম্প্রতি মেয়র পারিষদের বৈঠকে এই নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রার্থীদের ডি এল এডের মতো শিক্ষক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। মেয়র পারিষদ (শিক্ষা) অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এর আগে পুর প্রাথমিক স্কুলগুলিতে অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এবার স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে পুর স্কুলের যেসব শিক্ষকের শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ ছিল না, পুরসভাই তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখন থেকে শুধু প্রশিক্ষিত প্রার্থীরাই পুরসভার স্কুলগুলিতে শিক্ষক পদে আবেদন করতে পারবেন।

সুন্দরবন পুলিশ ডিস্ট্রিক্টে ড্রাইভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ জন ড্রাইভার নেবে সুন্দরবন পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট। নিয়োগ হবে চুক্তিতে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ। প্রার্থীকে বাংলায় পড়তে ও লিখতে জানতে হবে। এর পাশপাশি ১–৭–২০১৭ তারিখ অনুসারে অন্তত ৩ বছরের বৈধ লাইট মোটর ভেহিক্যাল বা হেভি মোটর ভেহিক্যল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক।

বয়স : ১–৭–২০১৭ তারিখ ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন : প্রতি মাসে ১১,৫০০ টাকা।

প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের ইন্টারভিউ, ড্রাইভিং টেস্ট ও মেডিক্যাল টেস্ট নেওয়া হবে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে সংগ্রহ করা যাবে এই ঠিকানা থেকে : এম টি সেকশন, লট নম্বর ৮, কাকদ্বীপ, পিন–৭৪৩ ৩৪৭।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : * প্রার্থীর ৩ কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো। * বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের নকল। * ড্রাইভিং লাইসেন্সের নকল। * কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের নকল। * প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র পূরণ করা দরখাস্ত ১৫ অগস্ট বিকেল ৫টার মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় রাখা ড্রপবক্সে জমা দিতে হবে। দরখাস্ত–ভরা খামের উপর লিখবেন : The Superintendent of Police, Sundarban Police District.

তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন উপরোক্ত ঠিকানায়।

আতস কাঁচে

বাঘদিবসে দক্ষিণ রায়ের শিকার মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঘে তুলে নিয়ে গেল এক ব্যক্তিকে। ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের সড়কখালির জঙ্গল এলাকায়। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম অর্জুন মন্ডল(৪৮)। শুক্রবার সন্ধ্যায় সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের রজতজুবলী থেকে অর্জুন মন্ডল, ধ্রুব মন্ডল, পরিতোষ মৃধারা সুন্দরবন জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে রওনা দিয়েছিলেন। সেখানে সোমবার সকালে যখন তারা জঙ্গলের মধ্যে কাঁকড়া ধরছিলেন সেই সময় আচমকা বাঘে টেনে নিয়ে যায় নৌকার মাঝি অর্জুন মন্ডল কে। অর্জুনের অন্য দুই সঙ্গী ধ্রুব মন্ডল ও পরিতোষ মৃধা তাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর। ততক্ষণে বাঘের থাবায় অর্জুন নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। দীর্ঘক্ষণ বাঘের সাথে লড়াই করে হার মানতে হয় অর্জুনের দুই সঙ্গীকে।অবস্থা বেগতিক বুঝে ঘটনাস্থল থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসে ধ্রুব মন্ডল ও পরিতোষ মৃধা।সোমবার দুপুর নাগাদ এলাকায় ফিরে এই খবর জানালে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

শিশুকে ধর্ষণ করে খুন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর উত্তর বিধানসভা খেয়াদহ ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি ৬ বছরের শিশু কন্যা নিখোঁজ হয়ে যায়। ৬ দিনের মাথায় নরেন্দ্রপুর থানা ও জেলা পুলিশ খুঁজে বার করে মাটির নিচ থেকে শিশুটির মৃত দেহ। খেয়াদহ স্কুলের কাছে তিন মাথার মোড়ে ট্রান্সফর্মারের পাশে দরমার বাড়িতে থাকত মা ও বাবা এবং একটি ছোট্ট ভাইয়ের সঙ্গে। বেশ কিছু দিন ধরে পাড়ার ছেলে আসগার বাড়িতে এসে গরিবের মেয়েটিকে বিস্কুট বা লজেন্স খেতে দিত। পাড়ার লোকজন খেতে দিত। যেহেতু খুব গরিব বলে। ১৫ তারিখ সন্ধ্যার পর থেকে নিখোঁজ হয় শিশুটি। মায়ের বক্তব্য আসগার মদ্যপ অবস্থায় ঘরে এসে ডেকে নিয়ে যায় পেয়ারার লোভ দেখিয়ে। শিশুটি আসগারের সঙ্গে চলে যায় মাঠের মাঝে। খবর পেয়ে মা খোঁজা শুরু করে দেয়। পাড়ার লোকদের জিজ্ঞাসা করে তার মেয়েকে কেউ দেখেছে কিনা। কিছু মহিলা বলে – মাঠের দিকে গেছে। খোঁজ করতে যায় এরকটি ঘেরা জায়গায় কেয়ারটেকারের কাছে। কেয়ারটেকার বলে মেয়েটিকে এখানে দেখেছে ও বাড়ির দিকে চলে গেছে। এরপর নরেন্দ্রেপুর থানায় ডায়েরি হয় নং কেস নং ৯৩১/১৯ তারিখ ১৫/৭/১৯ ধারা দেওয়া হয় ৩৬৩/৩৬৫ নিখোঁজ ডায়েরি হয়। শুরু হয় পুলিশের খোঁজ। চারদিন কেটে যাবার পর কেউ বলে বিহারে নিয়ে চলে গেছে। এরপর আন্দোলন শুরু হয়। পথ অবরোধ। খেয়াদহের বাসিন্দাররা বিক্ষোভ দেখায় মেয়েটিকে খুঁজে বার করার জন্য। চলে আসেন বারুইপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু , ডি এস, পি খান সাহেব ও নরেন্দ্রপুর থানার আই, সি সুখময় চক্রবর্তী এবং সোনারপুর থানার আধিকারিক সুব্রত চক্রবর্তী। পুলিশের বড় সাহেবরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবরোধ তোলে। মেয়েটি মার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেন ইন্দ্রজিৎবাবু। এরপর বাগানের কেয়ার টেকারকে আটক করা হয় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। এরপর পুলিশ কুকুর ও ড্রোন কে ব্যবহার করা হয় তল্লাশি কাজের জন্য। এর মধ্যে সোর্সের মাধ্যমের খবর পায় এলাকার ভজাই ও শানুদের ঘনিষ্ঠ লোক আসগার। রাতে গ্রেফতার করা হয় শানু ও পিতা ভজাইকে। কিছুক্ষণের মধ্যে পাকড়াও হয় আসগার সোনারপুর স্টেশন থেকে। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর স্বীকার করে আসগার মদ্যপ অবস্থায় মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করেছে। ভোর ২টো সময় আসগারকে নিয়ে আসে খেয়াদহ জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে খোঁজ পায় শিশু কন্যার মৃত দেহ। ২১ জুলাই মৃত শিশুটি মা ও বাবাকে খবর দেয় নরেন্দ্রপুর থানা। কান্নায় ভেঙে পড়ে সবাই। পাড়ার প্রতিবেশীদের চোখে জল। পোস্টমর্টেম ও ডি এন এ টেস্ট করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শিশুটির দেহ। অন্য দিকে আসগারকে বারুইপুর আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেফাজতের আর্জি জানায়। আসগারকে পকসো আইনে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে মামলা শুরু করে নরেন্দ্রপুর থানা । শিশু কন্যাটির মা ও বাবা দুজনেই ফাঁসির শাস্তি চেয়েছে।

অটো থেকে পড়ে জখম মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলন্ত অটো থেকে রাস্তার উপর পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হয়ে রাস্তার উপর পড়েছিলেন জনৈক মহিলা। চোখের সামনে এমন দুর্ঘটনা দেখেই ক্যানিংয়ের বিডিও নীলাদ্রীশেখর দে তৎক্ষণাৎ তাঁর গাড়ির ড্রাইভার কে গাড়ি থামাতে বলেন। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে বিডিও নিজেই জখম মহিলা কে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তার চিকিৎসা শুরু হয়। জানা গেছে ক্যানিংয়ে আসার জন্য রবিবার বিকালে বাসন্তী ব্লকের চুনোখালি থেকে অটোয় চেপে বসেছিলেন মেনকা সরদার। অটো যথারীতি ক্যানিং পৌঁছানোর আগেই ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার সামান্য দূরে চলন্ত অটো থেকে ছিটকে পড়ে যান মেনকা সরদার নামে ওই মহিলা। সাধারণ মানুষজন ভ্রুক্ষেপ না করে এমন ঘটনা দেখেই যে যার গন্তব্যে রওনা দেয়।ঘটনার সেই মুহূর্তে ক্যানিং ১ য়ের বিডিও নিজের গাড়িতে করে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মুহূর্তে গাড়ি থেকে নেমে জখম মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

মহিলার দুটি হাতে মারাত্মক আঘাত লাগায় বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং ১বিডিও নিলাদ্রী শেখর দে বলেন, চোখের সামনে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। সাথে সাথে মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই চিকিৎসার জন্য। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে মানুষ হিসাবে কর্তব্য পালন করার চেষ্ট করেছি মাত্র । গুরুতর জখম মহিলা মেনকা সরদার বলেন আমি তো চিনি না। পরে শুনলাম উনি ক্যানিং১এর বিডিও সাহেব। বিডিও সাহেব আমাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে না নিয়ে গেলে হয়তো মারা যেতাম।

অন্যদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়েই মেনকা দেবীর বাড়ির লোকজন হাসপাতালে হাজির হয়ে বিডিও'র এমন কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ক্যানিং ১বিডিও'র এমন কাজের প্রসঙ্গে সুন্দরবনের কবি ফারুক আহমেদ সরদার বলেন সরকারি পদে বসে পদের অহংকার না করে যিনি এমন দুর্গত অসহায় মানুষের প্রতি সহমর্মিতার সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে উপকার করেন,তেমন মহান মানুষ সম্পর্ক কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

মানব পাচার রুখতে সুন্দরবনের পথে হাঁটলেন স্কুল ছাত্রছাত্রীরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : মানব পাচার রুখতে এবার সুন্দরবনের পথে হাঁটলেন বাসন্তী ব্লকের একটি উচ্চ মাধ্যমিক হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা।মঙ্গলবার বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী হাইস্কুলের উদ্যোগে পালিত হয় বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস। আলোচনা সভায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী পথসভায় অংশ নেন বাসন্তী হাইস্কুলের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী সহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযুষ পাঠক, অমল নায়েক, মৃন্ময় চক্রবর্তী, সৌতিক দানিয়াড়ি, শিক্ষিকা ডোনা হালদার। এছাড়া ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার অসংখ্য মহিলাপুরুষ সহ বাসন্তী থানার সাব–ইন্সপেক্টর আজহার উদ্দিন সেখ। মঙ্গলবার বাসন্তী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল থেকে শুরু করে বাসন্তী থানা হয়ে বাসন্তীর হোগল সেতু পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার পথ এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যন্ত এই সুন্দরবন এলাকা থেকে প্রতিবছর বহু শিশু, কিশোরী এমনকি মহিলারা পাচার হয়ে যান ভিন রাজ্যে। এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ কাজ করে আসছে। তবুও এখন পর্যন্ত এই পাচার প্রক্রিয়া বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। সুন্দরবন এলাকার অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষার অভাবের কারণেই এই সমস্যা এখন পর্যন্ত দূর করা সম্ভব হয়নি। ফলে এখন প্রতিবছর কখনও বিয়ের লোভ দেখিয়ে তো কখনো কাজ বা টাকার লোভ দেখিয়ে পাচারকারীরা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মানুষ পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেই তালিকায় সব থেকে বেশি রয়েছে বারো থেকে ষোল বছরের কিশোরীরা। ভিন রাজ্যে তাদের নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কখনো কখনো অভিযোগ ও সঠিক তথ্য পেয়ে দু একজনকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাচার হয়ে যাওয়া মানুষজন আর তাদের বাড়ি ফিরতে পারেন না। সেই কারণে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই মানব পাচার বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকারের এই কাজে বিভিন্ন এনজিও পাশে দাঁড়িয়েছে। আর এবার এই মানব পাচার রুখতে সুন্দরবনের মানুষকে সচেতন করতে পথে নামলেন বাসন্তী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং সুন্দরবনবাসীর উদ্দেশ্যে বাসন্তী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযুষ পাঠক বলেন এই মানব পাচার শুধু সুন্দরবনের সমস্যা নয়, এ সমস্যা যেমন সারা পশ্চিমবঙ্গের তথা সারা ভারতবর্ষের। তাই সকলে মিলে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। পরস্পর পরস্পরকে সচেতন করার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

অন্যদিকে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বাসন্তী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের শিক্ষক অমল নায়েক বলেন, সমগ্র বিশ্বের কাছে সুন্দরবন লাল সংকেতে চিহ্নিত। দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে এখানে গোপনে পাচার চক্র কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।এরা মুলত নারী শিশু দের কে পাচার করে বিক্রি করে মুনাফা লুঠতে ব্যস্ত। এই সমস্ত পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের কে সজাগ এবং সচেতন হতে হবে। সমাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে উপড়ে ফেলতে হবে এই পাচারের শিকড় গড়ে তুলতে হবে সভ্য পাচার বিহীন সুস্থ সমাজ।

রাস্তার দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তগত ফটিকগাছি বাস স্টপ। এই বাস স্টপ থেকে একটি গ্রামীণ পিচ ঢালা রাস্তা চলে গেছে নস্করপুর অঞ্চল গোবিন্দপুর অঞ্চল হয়ে সোজা আমতা দশ নম্বর পর্যন্ত। এই গ্রামীণ রাস্তাটি মূলত ছোট যান চলাচল করে। অটোই হল নিত্য যাত্রীদের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। ছাড়া ছোট গাড়ি তো রয়েইছে। দীর্ঘ দিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্তমানে এর অবস্থা এতটাই করুণ যে রাস্তায় বড় বড় গর্তে পড়ে নিত্য যাত্রীরা নাজেহাল। সাইকেল ,বাইক ও যে সমস্ত যানবাহন চলাচলে ওখান দিয়ে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাও পড়ছে বিপাকে। সম্প্রতি রাস্তার দাবিতে আন্দোলনও হয়। কিন্তু এত সবের পড়েও রাস্তা আছে সেই রাস্তাতেই। নিত্য যাত্রীদের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ। তারা জানান, প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই তারা অবিলম্বে রাস্তাটি পুনঃ নির্মাণ করার দাবি জানান। ভোট আসে ভোট যায়। আর এই রাস্তা যেমনি তেমনি রয়ে যায়। এখন দেখার প্রশাসনের তরফ থেকে কত দ্রুততার সঙ্গে এই রাস্তা পুনঃ নির্মাণ করে নিত্য যাত্রীদের নিত্য হয়রানি থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে আসে।

পরিবেশ বাঁচাতে সবুজের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবুজায়ন গড়ে তোলার নির্দেশকে সামনে রেখে চারা গাছ বিতরণ ও রোপণ করার কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হল সবুজের অভিযান। ।বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং ১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক নীলাদ্রি শেখর দে র নেতৃত্বে একটি পথ সভার মাধ্যমে পথ চলতি মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় অজস্র চারা গাছ।সাধারণ মানুষ কে সচেতন করার জন্য হাতে হাতে চারাগাছ নিয়ে ক্যানিং বিডিও অফিস থেকে ক্যানিং মহকুমা অফিস পর্যন্ত এক পদযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রায় সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। নারকেল, পিয়ারা, জাম, আম সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ প্রায় শতাধিক মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিজেপি'র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : একের পর এক ব্লকে বিজেপি পার্টির নেতৃত্বরা উপস্থিত সদস্য বানানোর কাজ করে চলেছেন। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে যাঁরা বিজেপিতে যোগদান করতে চান,তাঁদের কে উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে সদস্য পদ দেওয়ার কাজ করছেন বিজেপি কর্মীরা। মঙ্গলবাব গোসাবা ব্লকের ১ নং মন্ডল ও ২ নং মন্ডলের বিপ্রদাসপুর অঞ্চলে সদস্যতা অভিযানে নেমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসুচি পালন করে নতুন সদস্যদের দিয়েই এলাকায় প্রায় ২০০ বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করেন বিজেপি কর্মীরা।এদিন সদস্যতা অভিযানে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি যুবমোর্চার সম্পাদক শুভঙ্কর দত্ত মজুমদার,সঞ্জয় নায়েক, অসিত মন্ডল, স্বপন প্রামাণিক, রমেন মন্ডল,ধনপতি নস্কর সহ একাধিক রাজ্য ও জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

বিপন্ন সুন্দরবনকে বাঁচাতে

উদ্যোগী পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশাল ব্যস্ততার মধ্যে সারাদিন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত থাকেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী পুলিশ কর্মীরা। সেই বিশাল ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সুন্দরবনের বাসন্তী থানা এলাকায় সবুজ পরিবেশ তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন বাসন্তী থানার সমস্ত পুলিশ কর্মীরা। শনিবার বিকালে বাসন্তী থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় প্রায় শতাধিক বৃক্ষ রোপণ করেন বাসন্তী থানার পুলিশ কর্মীরা। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং পানীয় জলের সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে একমাত্র অজস্র বৃক্ষ রোপণ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। সেই সমস্ত চিন্তাভাবনা কে মাথায় রেখে এবং এলাকায় স্বচ্ছ সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে এগিয়ে এলেন পুলিশ কর্মীরা। এদিন বাসন্তী থানার পুলিশ আধিকারিক সৌমেন বিশ্বাস নিজ হাতে বৃক্ষরোপণ করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করেন।এদিন বাসন্তী থানার অন্যান্য একাধিক পুলিশ কর্মীরা বৃক্ষরোপনে অংশ গ্রহণ করে বৃক্ষরোপণ করে। সামাজিক ভাবে পুলিশের এমন কাজ কে এলাকার জনসাধারণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকর্তারা সাধুবাদ জানিয়ে পুলিশের কাজ কে প্রশংসা করেছেন।

এলাকা সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের বেশিরভাগ জলাশয় লোনা জল ভরপুর। যা পানীয়র জন্য একে বারেই অযোগ্য। পৃথিবীতে তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল এটা সকলেরই জানা। জলের আরেক নাম জীবন বিষযটি কেবল বইয়ের কথাই নয়, বাস্তব জীবনে এর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ অসীম।আর সেই জন্য জলের প্রয়োজনে গ্রামবাসীদের নিত্যদিন দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে পানীয় জল আনতে হয়। এছাড়াও মাটির নিচের জল পরিশোধিত করে বেআইনি ভাবে বিক্রি করা হচ্ছে। তার জন্য যথেষ্ট ভাবে তোলা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ জল। এলাকায় .শ্যালো পাম্প এর দাপট বেড়ে চলেছে।পরিবর্তন হচ্ছে সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য। সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে হাজার হাজার গাছ বেআইনি ভাবে কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। সেই প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বৃক্ষনিধন ও জল অপচয .বন্ধ করতে উদ্যোগ নিল ঝড়খালির এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জয় গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। বিশ্ব জল দিবস ও সুন্দরবন দিবস হিসাবে ঝড়খালি তে জল অপচয় বন্ধ করতে গ্রামের মায়েদের কে নিয়ে এক বিশেষ পদযাত্রা ও মাতলা নদীর পাড়ে বৃক্ষ রোপন করেছেন। এই সংস্থা এর পক্ষ থেকে এলাকার প্রতিটি টিউবয়েলের জল অপচয় বন্ধ করতে সাইনবোর্ড ও সচেতন মূলক দেয়াল লিখন ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বিগত দিনে বিপন্ন হতে বসেছে গোটা সুন্দরবন।সেই বিপন্ন থেকে পরিত্রাণ পেতে সুন্দরবনকে আবারো ও সবুজ রাঙিয়ে তোলার জন্য এলাকাবাসীর কাছে বিশেষ প্রচার শুরু করল সুন্দরবনের এই স্বেচ্ছাসেবী।

কাটমানি ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাটমানি ফেরতের দাবিতে তৃণমূল নেতাকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার গ্রামবাসীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ও ছড়ায়। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শিবনগর গ্রামে। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এলাকার তৃণমূল নেতা তাপস সরদার ও পঞ্চায়েত সদস্যা চাঁপারানী মণ্ডলের স্বামী ফণীভূষণ মন্ডল এলাকার বহু মানুষজনের কাছ থেকে দশ, পনেরো, কুড়ি হাজার টাকা করে কাটমানি নিয়েছেন। কাউকে ঘর দিয়েছেন তো কাউকে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এইসব তৃণমূল নেতারা। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাটমানি ফেরানোর কথা বলায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই কাটমানি নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। আর তা দেখে রবিবার সকালে পূর্ব শিবনগর গ্রামের মানুষজন কাটমানি ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন এলাকার মানুষজন। এদিন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে গ্রামবাসীদের সাথে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের বচসা শুরু হয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শুরু শিশুদের অন্নপ্রাশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২০১৩ সালে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী, সবুজসাথী সহ একাধিক প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে অগ্রগতি হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প ২০১৭ সালের ২৩ জুন আন্তর্জাতিকস্তরে সমাদৃত হয়ে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের অন্যান্য দেশে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে।

এই সমস্ত প্রকল্পে ব্যাপক সাফল্য পাওয়ায় আবার রাজ্য সরকারে উদ্যোগে প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শুরু হল শিশুদের অন্নপ্রাশন এবং সুপুষ্টি দিবস। পুষ্টির কথা মাথায় রেখে এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ সারা রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সাত মাসের শিশুদের নিয়ে শুরু হল অন্নপ্রাশন ও সুপুষ্টি দিবস। পাশাপাশি প্রসুতি মায়েদের স্বামী ও শাশুড়িদেরকে ডেকে পুষ্টি নিয়ে সচেতনতার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি রাজ্যের সমস্ত জেলায় অঙ্গনওয়াড়ির ডিরেক্টরদের এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। এবং গত ২৬ জুলাই গোসাবা, বাসন্তীর অধিকাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পালিত হয় অন্নপ্রাশন ও সুপুষ্টি দিবস।

প্রশাসন সূত্রের খবর প্রসূতি ও শিশুদের পুষ্টির জন্য রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই মতো কেন্দ্রের শিশুদের পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করা হয়। যদিও বর্তমানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তালিকাভুক্ত সংখ্যা দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে। সেই জন্য কেন্দ্রগুলির শ্রীবৃদ্ধি ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ছয় থেকে নয় মাস বয়সের শিশুদের অন্নপ্রাশন করার অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

প্রশাসনের আধিকারিকদের দাবি, যেসব শিশুর বয়স ৬ মাস হয়ে যায় তাদের শুধু মাতৃদুগ্ধ ও পুষ্টি সম্পূর্ণ হয় না। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য তালিকা আধা শক্ত খাবারের প্রয়োজন থাকে। শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য পরিপূরক খাবার দেওয়া উচিত এই ধরনের সচেতনা গ্রামের দিকে মানুষের কম থাকে।তাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলোতে এবার সেই ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এমন অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিশুর পরিবারকে উৎসাহ দিতে সেই জন্য অনুষ্ঠান করে অন্নপ্রাশন পালন করা হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের গাইডলাইনে বলা হয়েছে ৬ থেকে ৯ মাস বয়স হতে যাচ্ছে এমন শিশুদের তালিকা আগে থেকেই তৈরি করে রাখতে হবে অন্নপ্রাশন দিবসের দিন সংশ্লিষ্ট শিশুর পরিবারকে কেন্দ্রে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। বিশেষভাবে ওইদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র টি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর যেখানে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় খাবার পরিবেশন করতে হবে। পরে শিশুর পরিবার ও তার পুষ্টি কথা মাথায় রেখে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এমন কি পরবর্তী সময়ে শিশুর পুষ্টির জন্য নজরদারি ও চালানো হবে। তিন মাস অন্তর প্রত্যেকটি কেন্দ্রে অন্নপ্রাশন দিবস পালন করা হবে। দফতরের আধিকারিকদের দাবি সাধারণত শিশুদের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে শিশুর পরিবারের লোকজন তাঁদের বাড়িতে মহাসমারোহে ঘটা করে অনুষ্ঠান করেই থাকেন। সেই রকম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে উৎসবের মেজাজে সংশ্লিষ্ট শিশুর অন্নপ্রাশন করা হবে।এছাড়া তালিকায় অন্য খাবার রাখা যেতে পারে অন্যদিকে শিশুদের জন্য সুপুষ্টি দিবস পালন করা হবে। সরকার উদ্যোগ নিয়েছে এই দিবস প্রত্যেক মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহের শুক্রবার পালন করবে। ওইদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রসূতি বা তার স্বামী ও শাশুড়ি কে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এক্ষেত্রে আশা কর্মী পঞ্চায়েত সদস্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ অন্যান্য মহিলাদের আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা জানানোর পাশাপাশি তাঁদের সামনে প্রসূতির স্বামী ও শাশুড়ি কে সচেতন করতে হবে।গর্ভাবস্থায় প্রসূতিকে প্রয়োজনীয় খাবার, বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তাঁর স্বামী ও শাশুড়ি কে দিয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এমন কিছু পুষ্টি দিবস পালনের পর সেই প্রসূতির দিকে তাঁর পরিবার নজর রাখছে কিনা সেই ব্যাপারেও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে।প্রশাসনের আধিকারিকরা বলেন, গ্রাম মফঃস্বলে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাবে প্রসূতিদের দিকে তাদের পরিবার অনেক সময় গুরুত্ব দেন না। ফলে পুষ্টিগত সমস্যায় ভোগেন তাই বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তাদের উৎসাহ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি অনেক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো বেহাল তার জন্য বহু মানুষ সেখানে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তাই সরকারের সেই দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন

উল্লেখ্য, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সাত মাস বয়সের শিশুদের এই অন্নপ্রাশন প্রকল্পে মধ্যে রাখা হয়েছে ।পাশাপাশি শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই সুপুষ্টি দিবসও উযাপন শুরু হয়েছে। জানা গেছে যদি কোন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সাত মাসে শিশু উপস্থিত থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রতিমাসে একবার এমন অভিনব অন্নপ্রাশন ধারাবাহিক ভাবে অনুষ্ঠিত হবে।এছাড়াও শিশুরদের পুষ্টি খাবার দিয়ে প্রতিমাসের চতুর্থ সপ্তাহের শুক্রবার সুপুষ্টি দিবস পালিত হবে।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের সার্কুলার অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ২৬ জুলাই শুক্রবার শুরু হল অন্নপ্রাশন ও সুপুষ্টি দিবস।

দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, জীবনতলা সহ অন্যান্য ব্লকে শিশুদের এই অভিনব অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শিশুর মায়েরা আনন্দে মেতে উঠলেন।সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা ঝড়খালি কোস্টাল থানার ৫৭৩ নং বাগমারী লক্ষীখালি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অবস্থিত।

এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মোট ৩৪ জন শিশু ও ৯ জন গর্ভবতী মায়েরা উপস্থিত হন।এদিন এই কেন্দ্রের শিবা মন্ডল,স্বার্থক রাণা, রিয়া ঢালি দের সাতমাস বয়স হওয়ায় বেশ জাঁকজমক করে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য শিশু সহ তাদের মায়েরাও উপস্থিত ছিলেন। অন্নপ্রাশনে পায়েস, সাতরকম শাকভাজা, খিচুড়ি, ডিম সহ রকমারী মিষ্টির আয়োজন ছিল ব্যাপক হারে। শিশুদের জাঁকজমক অন্নপ্রাশন শেষে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অন্যান্য শিশু ও কণিকা মন্ডল, কাজল মন্ডল, অলোকা ব্যাপারী সহ অসংখ্য মায়েরা সেই অন্নপ্রাশনে কব্জি ডুবিয়ে খেলেন।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কোস্টাল থানার বাগমারী লক্ষীখালি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী মলিনা মন্ডল বলেন সরকারের এমন উদ্যোগে শিশুর মায়েরা এবং এলাকার সাধারণ মানুষজন খুবই খুশি।

আগামী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে আবার কোন কোন শিশুর অন্নপ্রাশন হতে চলেছে সেই দিকে সেই শিশুর পরিবার অধীর অপেক্ষায় চাতকের মতো তাকিয়ে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ৩ আগস্ট – ৯ আগস্ট, ২০১৯

তালাক গেল এবার যাক সংরক্ষণ

তাৎক্ষণিক তালাক অনেক দেরিতে হল সম্প্রতি ইতিহাসের পাতায় চলে গেল। এতোগুলি বছর লেগে গেল এমন একটি অবৈজ্ঞানিক নির্মম প্রথাকে নির্মূল করতে। আরও একটি সামাজিক কুপ্রথা সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে দিচ্ছে দিনের পর দিন। সংরক্ষণ এমনই এক অভিশাপ ভারতের ভাগ্যে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ সংরক্ষণের কুপ্রভাব উপলব্ধি করে সেদেশে সবরকমের সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করেছে। ভারতের মতো বহু ধর্মের ও বহু সংস্কৃতির ভাবধারায় সমৃদ্ধ জনসমাজ সংরক্ষণের নানা বিধিনিষেধের ক্রমশ নানা গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠীকে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। সাধারণ চোখে এই মারাত্মক ক্ষয় চোখে না পড়লেও ভারতের বিশাল সংখ্যক যুব প্রজন্ম আজ সংরক্ষণের রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখী। একদল অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দুধেভাতে খাওয়ার জন্মসিদ্ধ অধিকার লাভ করছে অন্যদিকে যথেষ্ট মেধা থাকা সত্ত্বেও স্রেফ সাধারণ বর্ণে জন্মগ্রহণের কারণে রুজিরোজগার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিদিন। রাজনীতিকদের হাতে পড়ে এই সংরক্ষণের 'হাঁসের সোনার ডিমে'র গল্প দিনের পর দিন পল্লবিত হয়েছে ভারতের সমাজব্যবস্থায়। মধ্যযুগীয় ভাবনায় পড়ে আছে 'আধুনিক ভারত'। সংরক্ষণের পার্শ্বক্রিয়া আরও ব্যাপক। পণপ্রথা থেকে শুরু করে আরও অনেক সামাজিক ব্যাধি, অপরাধ জড়িয়ে আছে এর নেপথ্যে। জাতপাতের সংরক্ষণের পাশাপাশি উঠে এসেছে রাজনৈতিক সংরক্ষণেরও এক চূড়ান্ত নৈতিক অবক্ষয়।

একদা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে দেশজুড়ে যুবসমাজ উত্তাল হয়েছিল সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে। মন্ডল কমিশনের ধুয়ো তুলে সেই সময় ভারত সরকার আগুন নিয়ে খেলেছিল। সাধারণ বর্ণে জন্মগ্রহণ করা বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী সেই জীবন মরণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছিল অসংখ্য মেধাবী আন্দোলনকারী। ইতিহাস মনে রাখেনি রাজনীতিবিদরা। একসময় সেই আন্দোলন স্তিমিত হয়, হারিয়ে যায় বিশ্বনাথ প্রতাপের মন্ত্রিসভাও। জাতপাতের চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ প্রথা অবিলম্বে বাতিল করার প্রয়োজন রয়েছে। শুধুমাত্র জাতবংশ দেখে জীবন জীবিকার সুযোগ করে দেওয়ার অর্থ দেশের সর্বনাশ করা। নিম্নমেধা সর্বদাই দেশের প্রগতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে লাগামহীন সংরক্ষণের ভার বইতে গিয়ে সম্প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উচ্চবর্ণের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ বর্ণের রাজনীতি ৭২ বছর ধরে চলছে চলবে।

অর্থনৈতিক ভিত্তিতে, মেধার ভিত্তিতে সংরক্ষণের যদিওবা কোন ভিত্তি আছে কিন্তু জাত ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেশের যুবসমাজকে, দেশের প্রগতিকে আজও 'উন্নয়নশীল' তকমায় আটকে রাখছে।

দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা দেশের বাস্তব এই সমস্যা নিয়ে যতদিন উদাসীন থাকবেন ভারতের সামাজিক উন্নয়নের মান ক্রমশ ছন্নছাড়া চেহারা নেবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে শুধুমাত্র জাতপাত সংরক্ষণ নিয়ে বেশ কয়েকটি অগ্নিগর্ভ আন্দোলন হয়েছে। কোথাও কোথাও উঠে এসেছে কিছু উগ্র জাতপাত সংরক্ষণবাদী যুব নেতাও। ভোটভিখারী অনেক রাজনীতিবিদ ঠিক এই সুযোগটি খুঁজে থাকেন। গড়ে তোলেন দল, চলে যান লোকসভা, বিধানসভাতে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে এর দাপট সম্প্রতি অতীতে দেখা গেছে। কাঁশীরাম, মায়াবতী, মুলায়ম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ যাদব থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের হৃত্তিক প্যাটেলরা নানা সংরক্ষণের ধ্বজা ধরেই নেতা বনেছেন।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম ও তাহার রহস্য

যিনি সমগ্র শক্তি দিয়া কোন বস্তুতে আসক্ত হইবার সামর্থ্য লাভ করিয়াও প্রয়োজনকালে নিজেকে অনাসক্ত করিবারও শক্তি ধারণ করেন। কিন্তু মুশকিল এই যতটুকু আসক্ত হইবার ক্ষমতা থাকা দরকার,

ততটুকু অনাসক্ত হইবার ক্ষমতাও থকা উচিত। আবার এমন সব ব্যক্তি আছে, যাহারা কোন কিছু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। তাহারা ভালবাসিতে পারে না। তাহারা কঠিনহৃদয় ও উদাসীন, অবশ্য জীবনের অধিকাংশ দুঃখ তাহারা এড়াইয়া যায়। কিন্তু দেওয়াল কখনো দুঃখবোধ করে না, কখনো ভালবাসে না, কখনো আঘাত পায় না, তাহা হইলেও উহা দেওয়ালই থাকে। নিতান্ত অনুভূতিহীন দেওয়াল হওয়া অপেক্ষা কোন কিছুর প্রতি আসক্তি বা আকর্ষণ অনুভব করা বরং ভাল। যে কখনো কাহাকেও ভালবাসে না, যে কঠিনহৃদয় ও পাষাণতুল্য, সে জীবনের অধিকাংশ দুঃখ এড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হয়। এইরূপ অবস্থা আমরা কামনা করি না। ইহা দুর্বলতা, ইহা মৃত্যুতুল্য, যে হৃদয় কখনো দুর্বলতা অনুভব করে না, দুঃখ অনুভব করে না, সে হৃদয় কখনই জাগ্রত হয় না। তাহা স্পন্দনহীন জড়াবস্থা, এরূপ অবস্থা আমরা চাই না। এইসঙ্গে কেবল প্রেমের এই মহাশক্তি, আসক্তির এই প্রবল আকর্ষণ একটিমাত্র বস্তুর উপর সমগ্র মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া নিজ সত্তাকে যেন অপরের জন্য নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার শক্তি যাহা দেবতাদেরই শক্তি আমাদের কাম্য নয়, পরন্তু আমরা দেবগণ অপেক্ষাও উচ্চতর, মহত্তর হইতে চাই।

ফেসবুক বার্তা

ফেসবুকে ধরা পড়ল এক অজানা ছবি। প্রবাদপ্রতিম শিল্পী এস ডি বর্মন–এর কোলে ছোট্ট শিশু আর ডি বর্মন। সুরেলা জগতের মতো ছবিটিও ফেসবুকে সুরেলা ভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে। কুড়িয়ে নিয়েছে লাইক কম্যান্টস।

যদিও আলিপুর বর্তা –এর সত্যতা যাচাই করেনি।

মব লিং চিং এর আঁতুরঘর পশ্চিমবঙ্গ কটার প্রতিবাদ হয়েছে

নির্মল গোস্বামী

অতি সম্প্রতি দেশে আবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে মব লিং চিং–এর খবর। সৌজন্যে ৪৯ জন বিশিষ্ট জনেদের সই করা প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠি। গুজব ছড়িয়ে অনেকে মিলে একজনকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় সংবেদনশীল মানুষ মাত্রেই উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা। আমাদের রাজ্যের কিছু বিশিষ্ট জন এবং দেশের অন্য অংশের কিছু নামী মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রথম প্রশ্ন হল যে, যে রাজ্যে এই ঘটনা ঘটেছে সেই রাজ্যের সরকার আছে। আর আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্র যদি কিছু করতে যায়। তখন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হস্তক্ষেপ বলে চিৎকার করবে রাজ্যের শাসকরা। অধিকাংশ রাজ্যে বিজেপির সরকার আছে। কিন্তু সেই সব রাজ্য সরকারই বা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ মানবে কেন? রাজ্যের স্বাধীন সত্তায় হস্তক্ষেপ কোনও রাজ্য সরকারই বরদাস্ত করবে না।

একবার ২ নম্বর জাতীয় সড়কে সেনাবাহিনী কী একটা প্রয়োজনে গাড়ি চেক করছিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ভাবলেন সেনা বাহিনী বোধহয় নবান্ন দখল করতে আসছে। সেই নিয়ে কম হম্বিতম্বি করেনি মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যবাসীর এই ঘটনা ভুলে যাওয়ার কথা নয়। এই ঘটনা থেকে বিদ্বৎজনেরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবেন যে কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্কটা কতটা স্পর্শকাতর? কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ঘোষিত নীতির জন্য যদি গুজবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তাহলে সেই নীতির বিষয়ে অবশ্যই বলা যেতে পারে।

বিজেপি কোনও ঘোষিত নীতি বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত কোনও আইনের জন্য দেশের দলিত ও মুসলিমরা গুজবের স্বীকার হচ্ছে এমন কোনও তথ্যপ্রমাণ আজ পর্যন্ত কোনও বিরোধীরা হাজির করতে পারেনি। তাহলে প্রধানমন্ত্রীর কী করণীয় থাকতে পারে সেটাই রহস্যাবৃত।

বিশিষ্ট জনেদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে আমাদের পাশের দেশে, বাংলাদেশের একটা পরিসংখ্যান বলছে যে গত ৮ বছরে সে দেশে গুজবের বলি হয়েছে ৮২৬ জন। গত দু সপ্তাহে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ওই দেশেও কি মোদী আরএসএসের উগ্র হিন্দুত্বে হাওয়া বইতে শুরু করল? তবে কি রোগটা উপমহাদেশীয় চরিত্র অর্জন করল?

ঠিক লোকসভা নির্বাচনের প্রাককালে ভারতের সংস্কৃতি রাজধানী বলে কথিত এই কলকাতার জনবহুল স্থান সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে একজন অপরিচিতকে ধরে গণধোলাই দেওয়া হল। প্রায় মৃত অবস্থায় তাকে সারা রাত ক্লাব ঘরে আটক রাখল। (মারা গেছে না বেঁচে আছে সঠিক তথ্য জানা নেই।) তখন কিন্তু দিল্লিতে মোদী পুনরায় ক্ষমতায় আসেনি এবং এ রাজ্যে বিজেপি ১৮টা এমপি সিটও দখল করেনি। কলকাতায় মব লিং চিং ঘটল কেন? এরও দায় কী মোদীজীকে নিতে হবে?

মব লিং চিং দু ধরনের হয়। এক স্বতঃস্ফূর্ত মব লিং চিং। সেখানে সত্যিই কারও কিছু করার

থাকে না। যা আচমকাই ঘটে যায়। আর এক ধরনের মব লিং চিং হয় যার পিছনে থাকে সুচতুর গোপন পরিকল্পনা। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা রাজনীতির স্বার্থে রাজনৈতিক দল দ্বারা রূপায়িত হয়। কিন্তু বাইরে তার পরিচয় হয় মব লিং চিং হিসাবে। এই ধরনের মব লিং চিং কেই বেশি ভয় পাবার কথা। স্বতঃস্ফূর্ত মব লিং চিং একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই পরিগণিত হয়। কিন্তু রাজনীতির স্বার্থবাহী যে মব লিং চিং তা একটা শেষ হয় না। যখনই প্রয়োজন পড়ে তখনই তাকে আবার রূপদান করা হয়।

আর এই পরিকল্পিত মব লিং চিং–এর পথ প্রদর্শক পশ্চিমবঙ্গ। এবং এই বিষয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেতে পারেন বামেরা। বাঙালির স্মৃতিতে খুব জীবন্ত হয়ে আছে ১৭ জন আনন্দমার্গীকে বিজনসেতুতে পুড়িয়ে মারার ঘটনা। এখানেও ছেলেধরা সন্দেহে জনতা প্রথমে পিটিয়ে আধমরা করে, তারপর গায়ে পেট্রোল ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। কী নারকীয় সেই ঘটনা! ঘটেছিল বাম রাজত্বের সুবর্ণ সময়ে। সে দিন মহানগরের কোনও বুদ্ধিজীবী বা শিল্পী মুখ্যমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রীকে কেউ চিঠি লেখেনি। তাদের স্মৃতিতে নাগরিক সমাজ একটা মোববাতি মিছিলও বের করেনি। ভূ ভারতে আর কোথাও এত বড়ো এত বীভৎস মব লিং চিং ঘটেছে বলে মনে হয় না। অপর্ণা দিদিদের আর একটা ঘটনা মনে করাই, সেটা হল 'বানতলা'। ইউনিসেফের দুই মহিলা কর্মী আর তাদের ড্রাইভারকে 'ছেলে ধরা' রটিয়ে বানতলায় আক্রমণ করেছিল একদল মানুষ। অত্যাচারে ঘটনাস্থলে ড্রাইভার আর একজন মহিলা মারা যায়। অনিতা দেওয়ান নামে আর এক মহিলা কর্মীকে হাসপাতালে আনে। তার যৌনাঙ্গে এমন বীভৎস অত্যাচার করেছিল যে তা দেখে নার্স মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। ঘটনা হল এই জঘন্য ঘটনার নিন্দা না করে পশ্চিমবঙ্গের গর্বিত মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এমন ঘটনাতো কতই ঘটে। আমি কি থানায় গিয়ে বসে থাকব? এমন পরিকল্পিত মব লিং চিং ভারতে কটা ঘটেছে? তারপর বর্ধমানের সাঁই বাড়ির ঘটনা সেও তো পার্টি পরিচালিত মব লিং চিং। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মধুসূদন পুরের আর এক পার্টি পরিচালিত ঘটনা। এর ঘটনা ঘটেছিল ছেলের রক্তমাখা ভাত মাকে খাইয়েছিল। সেই ঘটনায় এসইসি নেতা প্রবোধ পুরকাইত আজও জেল খাটছে। এমন কত শত মব লিং চিং ঘটেছে যার খবর প্রকাশ্যে আসেনি। এই সবের প্রতিবাদ হয় নি, কারণ বোধ হয় উক্ত ঘটনায় কোনটাকেই দলিত বা মুসলিমরা মারা যায় নি। তাই দেশের শিল্পী কলাকুশলী বা গণতন্ত্রী প্রিয় মানুষদের কিছু যায় আসে না। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু জ্যোতি বসুর মতো কোনও উক্তি করে নি। তিনি এর প্রতিবাদ করেছেন।

অতীত ঘটনা তুলে আমি আজকের লিং চিং কে কিন্তু সমর্থন করছি না। আবার কেউ যেন মনে না করে যে আমি মোদীর অন্ধ ভক্ত। গণতন্ত্রে সমালোচনা থাকবে। কিন্তু তাই বলে সেই প্রবাদ বাক্যের মতো সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর। যা কিছু ঘটুক মোদীই দায়ী। এই মনোভাব বোধ হয় ঠিক নয়। কী কারণে ধূলাগড়িতে হিন্দুদের ১০০ খানা বাড়ি ভেঙে ছিল? কোন সম্প্রদায়ের 'মব' এই ঘটনা ঘটিয়ে ছিল তা বাংলার মানুষ জানতেই পারল না। শুধু মুখ্যমন্ত্রী যেদিন হাওড়ার প্রশাসনিক বৈঠকে ঘোষণা করলেন যে ১০০ খানা বাড়ি সরকারি টাকায় তৈরি করে দেওয়া হয়ে গেছে সে দিনই বোধহয় মানুষ জেনে ছিল যে সত্যি কারা যেন ১০০ খানা বাড়ি ভেঙে দিয়েছিল। এর আগে কোনও মিডিয়া এতোবড় ঘটনা প্রকাশ করার সাহস পায় নি। ১০০ খানা বাড়ি ভাঙা তো দু চার জনের কাজ নয়। কয়েকশো লোকের মব লিং চিং সেদিন হয়েছিল। সেই খবর প্রকাশ না করলেও চলে কারণ ওই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল হিন্দুরা। এবং এই রকম অনেক ঘটনা ঘটছে। সেই সব ঘটনা কেউ ভিডিও করে প্রচার করার সাহসও পায়নি। বঙ্গের বুদ্ধিজীবীরাও নীরব থেকেছে।

নির্বাচনের পরে বসিরহাটে রাজনৈতিক পরিকল্পনায় মব লিং চিং হল। একদল মানুষ গ্রামে ঢুকে দুজনকে গুলি করে খুন করল আর দুজনের লাশ লোপাট করে দিল। বাংলার বুদ্ধিজীবীরা এর জন্য কাউকেই চিঠি দেয়নি। কারণ এখানেও মুসলিম মরে নি।

অহেতুক মানুষের মৃত্যুটা যদি বিবেচ্য হয়। তাহলে একটা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১০০ লোকের মৃত্যু কি অবধারিত ছিল? কই অন্য রাজ্যে তো একজনও মরেনি? এ রাজ্যে ১০০ জন মানুষের প্রাণ গেল– তবুও বুদ্ধিজীবীরা চিঠি লিখলেন না কেন? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে না হোক মোদীকে তো লিখতে পারতেন তবু জানা যেতো আপনাদের প্রাণ কাঁদে আপামর মানুষের জন্য। এই ধরনের বুদ্ধিমান লোকেদের স্বাগত জানাই। এই রকম একপেশে মনোভাব যত বেশি করে প্রকাশ পাবে– মোদীজী বোধ হয় তত বেশি আসন নিয়ে আবার ক্ষমতায় আসবে। কারণ আগের বারের সরকারি খেতাব ফেরানোর হিড়িকে কোনও কাজ হয়নি তা প্রমাণিত।

একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে

অমিতাভ সেন

অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর জীবনী লেখার জন্য এই মসীচর্চা নয়। তাঁর কলেজের একজন অধম ছাত্র হিসাবে প্রথমে দূর থেকে পরবর্তী সময়ে কিছুটা কাছ থেকে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে– আজকে পরিণত বয়সে তাঁরই দলের রাজনৈতিক কর্মীর মনে সেই impactএর যতটুকু remminisence রয়ে গেছে সেটা নিবেদনই এই স্মৃতিতর্পণএর উদ্দেশ্য। একটা জিনিস দেখেছি তাঁর মধ্যে Abundance of Appreciation গুণের সমাদর করা। রাজনৈতিক সহকর্ম্মীদের মধ্যে অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজির লেকচার থাকলেই বলতেন, যাবি, শুনে আসবি। জীবনে একবারই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে দেখবার এবং ভাষণ শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল খদ্দরের পরিষ্কার ধুতি ও গোলগলা পাঞ্জাবী শরীরে, ধুতির পায়ের কাছে একটু ছেঁড়া– কোথাও কোনও খোঁচ লেগে থাকতে পারে। বিদ্যা ও বিনয়ের অদ্ভুত দ্যুতি সারা মুখ মণ্ডলে। কলকাতায় তখন রক্তের হোলি চলছে। তার মধ্যেও আমরা অনেকে হাজির সেখানে। পণ্ডিতজী বলছেন তোমরা যারা আজ এখানে এসেছো তারা থাকবে সংগঠিত ভিতে। এখানে যে ইঁট পাথর থাকে, মাটির নীচে বলে তাদের কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু ভিত যত শক্ত হবে মনজিল তত সুন্দর ও দৃঢ় হবে। তারপর তিনি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন একাত্ম মানবতাবাদের আদর্শ। সংঘাত নয় সমাজে সংহতি আনাই যার লক্ষ্য all inclusiveness। সমস্ত সত্তাকে সঞ্জীবিত করেছিলেন তিনি। চল্লিশ বছর অধিক আগে শোনা সেই মন্ত্র আজও মনে অনুরণন ফেলে। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরেছিলাম কয়েকজন সতীর্থের সঙ্গে– ট্রামে ভাড়া বেঁচে গেছিল। পরে স্যর বলেছিলেন, – যখন আরও মননশীল হবি, একাত্ম মানবতাবাদের পাশাপাশি পড়বি রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট লোকচার religion of man মানুষের ধর্ম।

প্রফেসর ভারতীর মধ্যে দেখেছি গভীর রসবোধ। ৭৫ সালে একবার মিসা এবং পরের বার এমার্জেন্সি মিসা মোট দুবার গ্রেফতার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন সুশীল ধাড়া, অশোক কৃষ্ণ দত্ত মহাশয় হাজির। জেলের নিয়ম অনুযায়ী ডাক্তার এসে সবার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করলেন। সবার ওজন ও ব্লাড প্রেসার মাপা হলো। 'দুটো পরীক্ষাতে আমিই ফার্স্ট'। নিজেকে নিয়েও রসিকতা করতে তিনি ছাড়তেন না। জেলর ছিলেন স্যর–এরই প্রাক্তন ছাত্র। একদিন স্যর তাকে জিজ্ঞেস করলেন ম্যাডাম ভারতীকে লেখা তাঁর চিঠিগুলো ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে কিনা। জেলার উত্তর দিলেন চিঠিগুলো পড়ে দেখেছি সিডিয়াস কোনও কথা তো নেই। পৌঁছে যাবারই তো কথা। স্যর লিখছেন, জেল অতি বিচিত্র জায়গা। এখানে গুরুমাকে লেখা গুরুর চিঠিও শিষ্য পড়ে দেখে। বহু কয়েদীর বর্ণনা রয়েছে। জেলে অপরাধীরা ছাড়াও ছিল এক দঙ্গল বদ্ধ উন্মাদ। তারা তেড়ে গান গাইছে– বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কী নহি। তাদের অনেকেই পূর্ণ উদোম। দুচার জন যারা সামান্যতম লাজ রক্ষা করছিল, স্যর এর মত সংগীত বোদ্ধাকে আসতে দেখে, অবশিষ্ট বস্ত্রখণ্ডকেও অপ্রয়োজনীয় মনে করলো– ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশলো। মেরে মন কী গঙ্গা ঔর তেরে মনকি যমুনা কা 'জেলে মিসা বাইরে মিসা' বইয়ে জেল পরিবেশের অনুপুংখ বর্ণনা আছে।

এখানে এক লাইফার কয়েদির কথা লেখা আছে যে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রাক্তন প্রেমিকার বর্তমান স্বামীকে খুন করেছিল। কারণ সেই স্বামী স্ত্রীর উপর অমানবিক অত্যাচার করতো। এই বর্ণনায় লেখক হরিপদ ভারতীর শব্দ চয়ন অনেকটা শারদ প্রাতে বাগান থেকে ফুল তোলার মতন। আমি মনে করি তাঁর মধ্যে এক রোম্যান্টিক মিস্টিক সত্তা বাস করতো। প্রেম প্রসংগে তিনি বলতেন পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাসনে তারে/সিক্ত চোখে যাসনে দ্বারে। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের উত্তীয় চরিত্রকে বজ্রসেন অপেক্ষা manly character বলতেন। উদ্ধৃতি দিতেন শেষের কবিতা' উপন্যাসের লাবণ্যের সংলাপ : আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন– বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না... তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান গ্রহণ করেছো যত ঋণী তত করেছো আমায়। এই আইডিয়ালিজম তিনি সারা জীবন বয়ে নিয়ে চলেছেন। তাই বলে realism ও না দেখা করতেন না। বলতেন অর্থ এবং কামকে ধর্ম ও মোক্ষ এর মধ্যে স্যান্ডউইচ করে রাখতে পারলেই চর্তুবর্গ ফল লাভ হয়। স্যরকে সেদিন মনে পড়ছিল... সরকারী কাজ সেরে ফিরছিলাম। যাদবপুর থানার সামনে জ্যামে আমার সরকারি বাহন আটকে গেল। দেখি থানার সামনে কিছু একটা ঘটছে, আর অনেক মানুষ তার আমোদ নিচ্ছে। নজর ফেলে দেখি বেশ কয়েক জোড়া উন্মার্গ গামী ছেলে মেয়ে প্রকাশ্যে kiss করছে। এটাই তাদের freedom of expression–এরা যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ... মনে পড়লো স্যর এর কথা আড়ালে আড়ালে দেওয়া নেওয়া/আপনায় লুকায়ে দেওয়া নেওয়া। শুধু লোকচক্ষুর আড়াল হলেই চলবে না, আত্মবোধও উধাও করতে হবে প্রেমে। বাংলার বাউল সাধকরাও এই কথা বলেন– কিছুদিন মনে মনে/কিছুদিন মনে মনে মনের মানুষ রাখ গোপনে/তোরা নীচু সুরে কইবে কথা/সে কথা পাড়ার লোকে জানবে কেনে। ...কী করে বোঝাবো Ju/JNU এর Urban Naxal দের এই অমৃতময় প্রেমতত্ত্ব।

অধ্যাপক হরিপদ ভারতীর মতো দার্শনিক সমাজ বিজ্ঞানী বিদায় নিয়েছেন, পড়ে আছি আমরা পিগমি লিলিপুট এর দল। তাই অমর্ত্য সেন বলছেন বলেই বাংলার সংস্কৃতি থেকে রাম বাদ দিতে হবে। একথা যদি তাঁর মাতামহ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বলতেন তাহলে না হয় ভাবনা চিন্তা করা যেতে পারতো। কিন্তু তিনি তো বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলিতে লিখেছেন– আজ থেকে হাজার বছর আগের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর কথা; যাঁর ধ্যানের ধন ছিলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম (এই রচনার প্রশংসা রবীন্দ্রনাথও করেছেন)। পাল যুগেও রামপুরহাট, রামরাজাতলা প্রভৃতি স্থানে রেভিনিউ কালেক্টর ছিল। শুধু এখানেই কেন মিডল ইস্টে আগ্রাসী ইসলামের হাতে পর্যুদস্ত হবার পরও অনেকে মনে করতেন সংস্কৃতির আদিতে রাম আছেন। তাঁদের বসতির নাম রামাদি। অনেকে আবার রাম আর আল্লার পার্থক্য নেই মনে করতেন। তাঁরা সকলে রামাল্লার বাসিন্দা। বাংলায় রাম অচল হন কী করে? কাজেই নোবেল লরেটের বাচালতাকে মুনমুন সেনের উক্তি বলে মেনে নেওয়াই ভালো।

UPA সরকার আসার পরই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামএর website ডিকনস্ট্রাকটেড করে দিয়েছিল। আর তাঁর জায়গায় অমর্ত্য সেনকে নালন্দা বিশ্ব বিদ্যালয়ের মেক্টর গ্রুপের চেয়ারম্যান বানানো হয়েছিল, মাস মাইনে ৫ লাখ টাকা। শুধু তাঁরই নয়, ডঃ মনমোহনের তিন মেয়ে লুটিয়েনস দিল্লির বেশ কয়েকজন দশ বছরে ৪ হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়েছে। অথচ দশ বছরে একবারের জন্য নালন্দায় পায়ের ধুলো দিতে হয়নি। একটাও PhD বেরোয়নি অথচ চুনা লেগেছে বিরাট। আচার্য সত্যেন বোস, অমলেশ ত্রিপাঠী, হরিপদবাবু কেউই PhD ছিলেন না। কিন্তু বহু ছাত্রকে PhD বানিয়েছেন। আমরা তাঁদের অধমশিষ্য। তবুও এটুকু ধীশক্তি তাঁদের আর্শীবাদে আছে যে বর্তমানে যাঁরা নিজেদের বুদ্ধিজীবী বলে প্রচার করেন এবং মিডিয়া জুড়ে বসে থাকেন তাঁদের সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আছে। নেই যেটা সেটা হলো মিডিয়ার প্রশ্রয়। নেই–ই বা বলি কি করে। আলিপুর বার্তার মতো পঞ্চাশোর্দ্ধ সাপ্তাহিক তো রয়েছে। আমার মতো অনামী কলমচিকে যে ভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন সেটার পেছনেও রয়েছে হরি– আশীর্ব্বাদ। শুনেছি 'আলিপুর বার্তা'র প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ সদাবন্দনীয় তরুণ গুহ মহোদয়ের সঙ্গে অধ্যাপক ভারতীর ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। হতেই হবে, কেননা রতনে রতন চেনে। অমর্ত্য–অপর্ণা–নওলাখার মতো ঝুঠো কাঁচ exposed হয়ে যায়। পুলিশের আইজি রঞ্জিত গুপ্ত এক সংবাদপত্রে যাদবপুরের অধ্যাপক

অমর্ত্যর নকশালী কীর্তি কাহিনী ফাঁস করে দিয়েছিলেন। সেন মশায় ধরা পড়ার ভয়ে দিল্লি পিটটান দিয়েছিলেন। ইন্দিরার আশ্রয়ে INU এ কয়েক মাস পা জমিয়ে সাগর পাড় হয়েছিলেন। একটা ঘটনা বালিগঞ্জে স্যরের বাড়িতে এক আড্ডায় শুনেছিলাম। স্যর এমারজেন্সি শেষে জেল থেকে ফিরে এসেছেন। একজন অগ্রজ আড্ডাধারী নেহরু–ইন্দিরার কীর্তির কথা বলছিলেন। এস আর দাস রোডে থাকতেন চিত্র পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত। ইটালিয়ন চিত্রপরিচালক রোসিলিনি দাশগুপ্ত সাহেবের বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছিলেন। ইটালিয়ান অতিথি এতই করিতকর্মা পরস্ত্রী চোর যে বিদায় নেবার সময় গৃহকর্ত্রী সোনালী দাশগুপ্তকে নিয়ে পালিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে দিল্লি পরে ইটালি। দুদিনে পাসপোর্ট ভিসার ব্যাপারটা সামলে ছিলেন নেহরু এবং ইন্দিরা। আরেক জন আড্ডাধারী সংশোধন করেছিলেন, সোনালীকে রোসিলিনি কলকাতা থেকে নিয়ে যাননি। বোরখা পড়িয়ে কালকা মেলে চাপিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন খালিপদ। চিত্রকর (নগ্নিকা সরস্বতী আঁকিয়ে) মকবুল ফিদা হেসেন। সোনালীর প্রেমে রোসিলিনি এতটাই ফিদা ছিলেন যে তাঁর স্ত্রী দুনিয়া কাঁপানো সুন্দরী অভিনেত্রী ব্রিজিত বার্দ্যো (তখন সন্তান সম্ভবা) কে ডিভোর্স করেছিলেন। প্রফেসর ভারতী আড্ডাকালে কখনই পরচর্চা allow করতেন না। ৭৬ সালে এই আলোচনা পুজোর আগে আড্ডায় করছিলেন স্যর এর দুই বন্ধু, একজন কেন্দ্রীয় হোম মিনিস্ট্রি অপরজন ফরেন মিনিস্ট্রির সার্ভিং অফিসার। ২০ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা সেদিন উঠেছিল এই কারণে যে সোনালী ইটালির পার্মানেন্ট সিটিজেন হওয়ার এবং রোসিলিনিকে দুইটি সন্তান উপহার দেওয়ার পর ৭৬ সালে এক মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে কনটেস্ট করার জন্য নমিনেশন ফর্ম ফিলআপ করেন। তাঁর প্রার্থীপদ স্বীকার করা হয় না। বলা হয় you ar not a daughter of our soil। আজকে এই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করছি এই কারণে যে ইটালির ভূমিপুত্রী নি মাইনো (ওর্ফে সোনিয়া) যিনি ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ইটালির পাসপোর্ট ধারী নাগরিক ছিলেন, তিনি ২০০৪ সালে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁর সেই স্বপ্নের ফানুষ পাংচার করেছিলেন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালাম। সংবিধান অনুসারে নিউক্লিয়র অ্যাক্টিভেশন (activation) বার প্রধানমন্ত্রীর কাছে থাকে যিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় হবেন। প্রবর বিজ্ঞানী কালাম সাহেব সোনিয়াকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে অস্বীকার করেন। ম্যাডামজী এরপর 'অন্তরাত্মার আহ্বান' এর গপ্পো মার্কেটিং করেন। তার পরবর্তী দশ বছর CWG, 2G, 3G রাহুলজী, জিজাজীর উপাখ্যান। পৃথিবীর সব থেকে ধনী রাজনৈতিক মহিলা (কুইন এলিজাবেথ থেকে শুরু করে) দের মধ্যে সোনিয়ার স্থান চার নম্বর। মুসোলিনীর দেশ ইটালিতে ম্যাডামের বাপ ক পয়সা রেখে গেছিল? কর্ণ রোডের বাড়ির আড্ডায় স্যর অনেক প্রবীণ অভিজ্ঞ বন্ধুজন আসতেন। আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রবাসী ভারতীয়রা প্রভূত অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার দান করেছিলেন। সেই অপরিমেয় ধন সঞ্চিত ছিল আইএনএ ব্যাঙ্কে। আইএন সরকারের বার্মাকে ১০ লক্ষ টাকা দানও করেছিল বন্যাত্রাণে। ক্যাপ্টেন এ. কে. চ্যাটার্জী, আনন্দমোহন সহায়, রামমূর্তি, রাঘবন, আয়ার এনাদের দায়িত্বে ছিল INA ব্যাঙ্কের সম্পদ।

তাঁদের war criminal declere করে দেবার ভয় দেখিয়ে এই সম্পদ কব্জা করেছিলেন নেহরু। নেপোয় মারা দই সাঁটাচ্ছে নি মাইনো। এরা এতো বড়ো মাপের চোর যে ডঃ সুব্রহ্মন স্বামী কেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত শর্ম্মা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্যর বলতেন, 'চোরের এতো বুদ্ধি হয় নাই যে আমাকে সাক্ষী রাখিয়া চুরি করিবে।'

আমি অনার্স গ্র্যাজুয়েট হওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ডিফেনস মিনিস্ট্রিতে চাকরি পেয়ে দিল্লি চলে যাই। ছুটিতে স্যরকে প্রণাম করতে আসি। স্যরকে খুব একটা প্রসন্ন দেখলাম না। তোরা সবাই যদি সরকারি চাকরিতে চলে যাবি তো রাজনীতি সমাজসেবা করবে কারা? শিক্ষিত ছেলেদের জন্যেই তো রাজনীতির প্রাঙ্গণ।

স্যর এর কথা পূর্ণমাত্রায় সত্য। চিত্তরঞ্জন–সুভাষ–কিরণশংকর–বিধান এই শিক্ষিত ধারার রাজনীতিবিদ ছিলেন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী। ব্যক্তিগত সততা, শিক্ষিত উন্নত মানসিকতা যাঁর USP, একদিন তাঁর নির্দেশিত পথে চলা শুরু করিনি। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর ২০১২ সাল থেকে গুরু বাক্য পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। স্যর বলতেন– পার্টি ছোটো তো নেতা বড়ো। নেতা হওয়ার চেষ্টা করিও না, কর্ম্মী হও'। অনেককে তোমার রাষ্ট্রবাদী পথে আনার চেষ্টা করা– micro level এ কাজ করো।

সংঘং শরণম্ গচ্ছামি।

(শেষাংশ)

রামপুরহাটে সফল অস্ত্রোপচার

অভীক মিত্র: ২৪ জুলাই রামপুরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক সিদ্ধার্থ বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল একঘন্টা পনেরো মিনিট অপারেশন করে অনন্তপুর গ্রামের ছাব্বিশ বছরের রুনা খাতুনের পেট থেকে মেয়েদের একটি হাতঘড়ি, নব্বইটি কয়েন, পায়ের নুপুর, সোনার চেন,আংটি,কানের দুল,নাকের নথ,৬৩৯টি লোহার পেরেক বের করে। রুনার বাবার মনোহারি দোকান আছে। রুনা মানসিক ভারসাম্যহীন। খিদে পেলেই কয়েন, সোনা, রুপোর গয়না খেয়ে খেলতো বলে পরিবার জানিয়েছে।

গ্রেপ্তার ভুয়ো চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি: তারাপীঠ মুন্ডমালিনীতলা থেকে কালীশঙ্কর ওরফে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী নামে এক ভুয়ো চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। বাড়ি দমদম এলাকায়। মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক আবু জাহের হাইদারিকে নিগ্রহের ঘটনায় মুরারইয়ের চাঁদু শেখ,বাজিতপুরের মোশারফ হোসেন এবং পানিয়ারার সফিউদ্দিন শেখ নামে তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে মুরারই থানার পুলিশ। রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের পাচঁদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক গৃহবধুকে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠলো খোদ স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধুর নাম রেহেনা হালদার(১৯)।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ১০নং গরাণবোস এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে গত প্রায় তিন বছর আগে বাসন্তীর কাঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কলতলার বাসিন্দা রেহেনার সাথে বিয়ে হয় বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ নং গরাণ বোসের ইন্তাজুল হালদারের সাথে।

রেহেনার বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই বাপের বাড়ির থেকে টাকা পয়সা আনার জন্য চাপ দিত। পেশায় গাড়ি চালক স্বামী ইন্তাজুল হালদার সহ শ্বশুর সামসুদ্দিন হালদার শাশুড়ি মনোয়ারা হালদাররা মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালাতো। পাশাপাশি ইদানিং গাড়ি চালানোর সুবাদে এক মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে ইন্তাজুল। বুধবার সন্ধ্যায় অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে স্বামী স্ত্রীর কথা কাটাকাটি হতেই রেহেনার ও তার শিশু সন্তানের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে ইন্তাজুল। এদিকে ওই গৃহবধুর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীরা হাজির হলে পালিয়ে যায় স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন। স্থানীয়রাই ওই গৃহবধুকে উদ্ধার করে প্রথমে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। ৯০ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় ওই বধুর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হওয়ায় তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে, সাতমাসের শিশুটিকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ টি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

সেভ ওয়াটার–সেভ লাইফ

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রেসারেকসন গত ২০১৩ সাল থেকে আলিপুরের তিনটি সংশোধনাগারের বন্দীদের মানসিক চাপ মুক্তি ও মিউজিক থেরাপির ওপর কাজ করে চলেছে। গত ২৭ জুলাই রেসারেকশনের প্রয়াসে অলিপুরের প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে 'সেভ ওয়াটার–সেভ লাইফ' বিষয়টির ওপর একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। মূল বক্তা ছিলেন বিখ্যাত রিভার সাইক্লিস্ট শ্রী সম্রাট মৌলিক, যিনি সাইকেল পরিভ্রমণের মাধ্যমে সুদূর লাদাখ থেকে কন্যাকুমারিকা এবং বাংলাদেশের বহু স্থানে নদীর জল সংরক্ষণ ও জল সঞ্চয় বিষয়টির ওপর নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। শ্রী মৌলিক সংশোধনাগারের নিবন্ধক এবং টিম রেসারেকশনের সদস্য ও সদস্যাদের উপস্থিতিতে সংশোধনাগারের বন্দীদের এই অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ন বিষয়টি সরল ও সুন্দর ভাবে প্রশ্নোত্তর এবং তথ্য চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

নাম/পদবি পরিবর্তন

১) আমি দেব কুমার মন্ডল, পিতা–সতীশ মন্ডল, গ্রাম–সুন্দরখালি, পোঃ–আগরহাটি, থানা–সন্দেশখালি, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা। ৩ রা জুলাই ২০১৯ তারিখে আলিপুর প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেফিট বলে আমি দেব কুমার মন্ডল হইতে বটুকুল মন্ডল হইলাম। দেবকুমার মন্ডল ও বটুকুল মন্ডল এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

(২)আমি অজয় বর, পিতা–মৃত একাদশী বর,গ্রাম–উত্তর সোনাখালি,থানা–বাসন্তী,জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ১৭ ই জুলাই ২০১৯ তারিখে আলিপুর প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেফিট বলে অজয় বর থেকে অজয় বর্মন নামে পরিচিত হইলাম। অজয় বর ও অজয় বর্মন এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০১৯ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানাধীন সামালির বিবেক নিকেতনে সকাল ১০ টায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সকালে স্বাধীনতা দিবস পালনের পর সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলিপুর — প্রণব গুহ
০৩.০৮.২০১৯ — সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৫। ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৬। বিবিধ।

নতুন দাওয়াই 'দিদিকে বলো'

নয়া আতঙ্ক তৃণমূলের অন্দরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোট গুরু প্রশান্ত কিশোরের 'দিদিকে বলো' নামক নতুন দাওয়াই নিয়ে রাজ্য জুড়ে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস অতি তৎপর হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন বিধানসভার বিধায়ক, পুরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলন করছে। তৃণমূল নেতা নেত্রীদের বক্তব্য এবার সরাসরি রাজ্যের মানুষ দিদিকে সরাসরি বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যা জানাতে পারবেন। 'দিদিকে বলো'–এই প্রকল্পের ফোন নম্বর (৯১৩৭০ ৯১৩৭০) সম্বলিত কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে। কয়েক লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যে ফোনও করেছেন। তবে সবাই যে ফোন পাচ্ছেন এমন নয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়করা জানাচ্ছেন, প্রতি বুথে বুথে পাঁচজন অরাজনৈতিক

ব্যক্তির বাড়িতে যাবেন শাসক দলের প্রতিনিধিরা, প্রয়োজনে খাওয়া–দাওয়া ও রাত্রিবাসও করবেন সেই ব্যক্তির বাড়িতে। তার অভাব অভিযোগ শুনবেন। কেন দলের এতো উন্নয়ন সত্ত্বেও, মানুষ বিমুখ হচ্ছেন তাও শুনবেন। সেই রিপোর্ট পাঠাবেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। তারপর নিদান দেবেন ভোট গুরু প্রশান্ত কিশোর। ২০২১ সালে দলকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে কোমর বেঁধে নেমেছেন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রশান্ত কিশোর অ্যান্ড কোম্পানি। তবে একটা বিষয় লক্ষ করা যাচ্ছে তৃণমূলের অন্দরে। একটা চাপা আতঙ্কও কাজ করছে। কারণ প্রশান্ত কিশোরের লোকজন (সূত্রের খবর) প্রতিটি বিধানসভায় ছড়িয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন খবরাখবর সংগ্রহ করে নেত্রীকে জানাচ্ছেন। কাটমানি আতঙ্কের জের কাটতে না কাটতেই 'দিদিকে বলো'র আতঙ্কও এখন নিচু স্তর থেকে উচ্চ স্তরে নেতাদের গ্রাস করছে কখন কার বিরুদ্ধে কে কোথা থেকে কি অভিযোগ করে বসবে সেই চিন্তাই ভাবাচ্ছে তৃণমূলের একাংশকে। তবে এই নতুন দাওয়াইয়ে আদি তৃণমূলীরা বেজায় খুশি। কারণ নব্য তৃণমূলীদের দাপটে তারা কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। এবার অন্তত গোপনে হলেও সরাসরি 'দিদি'কে বলা যাবে কোনও বিষয়। এখন দেখার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী 'দিদিকে বলো' প্রকল্পের মাধ্যমে বেনেজল ও আগাছা নির্মূল করে ২০২১ সালে আবার দলকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে পারেন কিনা।

দিদিকে বলো : কার্ড না পেয়ে ক্ষোভ ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৩০ জুলাই কলকাতার নজরুল মঞ্চ থেকে দিদিকে বলো হেল্প লাইনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করার পর দ্বিতীয় দিনে রাজ্যের সমস্ত ব্লকের বিধায়করা রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে রাস্তায় নেমে জনসংযোগের কাজ শুরু করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে ক্যানিং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন মহিলা সংগঠন শাখার মহিলারা দিদিকে বলো নিয়ে জনসাধারণের সাথে জনসংযোগ শুরু করলেন।ক্যানিং ১ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাঁদের অভাব অভিযোগ শোনার পাশাপাশি তাঁদের সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দেওয়ার পাশপাশি ৯১৩৭০৯১৩৭০ হেল্প লাইনে দিদিকে বলো তে কথা বলার জন্য বলেন।পাশাপাশি ক্যানিং শহরে একটি পদযাত্রায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের মহিলারা সামিল হয়ে দিদিকে বলো প্রচার করে জনসংযোগ করেন। এদিন বিকালে জনসংযোগের মাধ্যমে সমগ্র ক্যানিং বাজার পরিক্রমা করে পদযাত্রা করেন ক্যানিং ১ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের মহিলারা।অন্যদিকে জনসংযোগ যাত্রার সময় পথচলিত সাধারণ মানুষ জনদের কে দিদিকে বলো হেল্প লাইনের কার্ড বিলি করতে ও দেখা যায়। পথচলিত মানুষজন অনেকে কার্ড চেয়ে না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।অনিমা মন্ডল,রীতিকা নস্কর,স্বপ্না মাইতিরা বলেন, আমাদের একাধিক অভাব অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু জনসংযোগ যাত্রায় সামিল হয়ে দিদিকে বলো হেল্প লাইনের কার্ড চেয়ে পেলাম না।'

যদিও কার্ড না পাওয়ার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামলেন্দু মন্ডল বলেন দিদিকে বলো কর্মসূচি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছে। সকলেই চাইছেন কার্ড। আমাদের এ কর্মসূচি ১০০ দিনের। আজ পর্যাপ্ত পরিমান কার্ড না থাকায় সকল কে দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও শেষ হয়ে যাওয়ায় দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আগামী দিনে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রতিটি পরিবারের হাতে এই কার্ড তুলে দেওয়া হবে।

এদিন জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচি বিশিষ্টদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামলেন্দু মন্ডল,শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ যুথিকা ভুঁইয়া,মৎস্য কর্মাধ্যক্ষা সুলেখা হালদার,মঞ্জুশ্রী নাথ সহ বিশিষ্টরা।

২০ নং ওয়ার্ডে জনসংযোগ সভা কাউন্সিলরের

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যান্যর্জ্জীর নির্দেশে জনসংযোগ শুরু করলেন রাজপুর– সোনারপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ডঃ পল্লব দাস। নিজের ২০ নংওয়াডে কমিউনিটি হলে উপস্থিত ছিলেন এলাকার কাউন্সিলর ও দলীয় সর্মথকরা।

সেদিন পল্লব বাবু বলেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে হবে দরকার হলে তাদের সাথে রাত কাটাতে হবে এটাই দলীয় নির্দেশ। এই পরিকল্পানা নাম দিদিকে বলো। ফোন নং ৯১৩৭০৯১৩৭০। দলীয় কর্মীদের বোঝালেন যেখানে খুশী যাওয়া চলবে না কোথায়

কোথায় যেতে হবে বলবে দলীয় নেতৃত্বর নির্দেশ ।দলীয় কর্মীদের বলেন এলাকায় এলাকায় ঘুরে দেখতে হবে মানুষের কি সমস্যা, পানীয়জল ,বিদ্যুত, রাস্তঘাট, ও অন্যান্য বিষয় । গ্রামের মানুষের কাছে গিয়ে বলতে হবে তৃনমুল দলের প্রকল্পগুলোর কথা যেমন কন্যাশ্রী, খাদ্য সাথি বিধবা ভাতা, ও অন্যান্য প্রকল্পর কথা। গ্রামের সন্মানীয় পাঁচ ব্যাক্তিদের বেছে নিয়ে বলতে হবে সেই গ্রামের কি কি সমস্যা আছে। এর আগে বহু মিছিল মিটিং হয়েছে কিন্তু তৃনমুলস্তরে কোও জনসংযোগ হয় নি। ১০০০ হাজার জন জনপ্রতিনিধি ১০,০০০হাজার গ্রাম ঘুরবে। শুরু হবে ২ রা অগাস্ট থেকে। যেখানে জনপ্রতিনিধি নেই সেখানে নেতৃত্ব ঠিক করে দেবে। একটি কটে ভিসিটিং কার্ড দেওয়া হবে, সেই কার্ডে একদিকে লেখা দিদিকে বলো আন্যদিকে দিদির ছবি। জনসংযোগ হারিয়েছে বলে আজ তৃনমুল দল সাধারণ মানুষের কছে গিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সমস্যার কথা শুনতে চাইবে।

নিজেদের তৈরি চারাগাছ রোপণ করল শিশুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোপণ করে রোপন রা মানে ৫ বছরের কম বয়সের শিশুরা। ঠিক মতো লিখতে পড়তে জানে না। যাদের এখন সব সময় খেলাধূলায় মনোযোগ।কিন্তু অঙ্গনওয়াড়ির দিদিমণির প্রাথমিক শিক্ষায় তারা যথেষ্ট সচেতন। যা বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষিত সচেতন মানুষের থেকেও এই সব শিশুরা অত্যধিক বেশি সচেতন।বৃক্ষনিধন এবং পানীয় জলের সংকট নিয়ে প্রতিদিনই ক্ষুদে শিশুরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার ব্লকের বোলসিদ্ধী কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ষাটমনীষা গ্রামের ৭০ নং অঙ্গনওয়াড়ির দিদিমণির কাছে গল্প শুনতো। সেই গল্প শুনে শিশুরা তাদের নিজেদের বুদ্ধিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে বীজ কুড়িয়ে নিজেদের বাগানের চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল।বর্ষার জল পড়তেই সেই সমস্ত বীজ থেকে চারা গাছ বের হতে আনন্দে আত্মহারা শিশুরা। যাতে করে গরু ছাগল শিশু চারাগাছ নষ্ট না করতে পারে সেদিকেও সজাগ ছিল এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুরা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমনি শিশুদের এমন কর্মযজ্ঞের কথা শুনে হতবাক হয়ে যান। পরে শিশুদের বলে সেই সমস্ত ছোট ছোট চারাগাছ গুলি নিয়ে শিশুদের সহযোগিতায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আশেপাশে চারাগুলি রোপণ করেন শিশুদের কে সাথে নিয়ে।

ছোট ছোট ক্ষুদে মোজাহিদা খাতুন,সাইফুল মন্ডল,তৌসিফ মোল্লা,রুহানা খাতুন,লামিয়া খাতুন,সামাদ মোল্লা, জুলেখা খাতুন, ফারহানা খাতুনরা বলে আমরা দিদিমণির কাছে গাছের গল্প শুনে ছিলাম গাছ আমাদের অক্সিজন দেয়। গাছ না থাকলে আমরা বাঁচবো না। তাই আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আম,জাম,খিরিচের বীজ এর চারা তৈরি করেছি। আজ সেই চারা গুলো আমাদের ইস্কুলের চারপাশে পুঁতেছি।

অন্যদিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী নাজিমা খাতুন বলেন, আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সমগ্র রাজ্যে সবুজ অভিযান পালিত হচ্ছে জেনেই আমি আমার কেন্দ্রের শিশুদের সেই সবুজ অভিযানে তাদের তৈরি চারাগাছ রোপন করতে পেরে গর্বিত।

স্থানীয় বাসিন্দা থেকে এলাকার সমস্ত স্তরের লোকজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর এমন কর্মযজ্ঞকে প্রশংসা করেছেন।

ভাঙা শুরু গদখালির ট্যুরিস্ট লজ

প্রথম পাতার পর

ভাঙার ক্ষেত্রে যাতে কোনও রকম সমস্যা তৈরি না হয় সেই জন্য সরেজমিনে লজটি দেখতে যান বাসন্তী ব্লকের বিডিও সৌগত সাহা ও বাসন্তী থানা ওসি সৌমেন বিশ্বাস।ভাঙার সময় মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই লজটি ভেঙে ফেলায় খুশি এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী অমল নায়েক,প্রভুদান হালদার,মেহেদি হাসান সেখ,অমল পন্ডিত,কবি ফারুক আহমেদ সরদার সহ বিশিষ্টজনেরা।

ফের ডেঙ্গু ফিরল উত্তর ২৪ পরগনায়

প্রথম পাতার পর

এর ফলে গত বছর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এ বছর নতুন করে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এর পাশাপাশি হাবড়ার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিও এই কর্মসূচি পালনে যথেষ্ট উদাসীন। পৃথিবা গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত বাণীপুর যশুরের বাসিন্দা অভ্র ঘোষ বলেন, 'আমাদের গ্রামেও ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিয়েছে। অথচ তার প্রতিরোধমূলক কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে।' এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান কামাল হোসেন বলেন, 'জানুয়ারি মাস থেকে আমরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে কর্মসূচি পালন করে চলেছি। পঞ্চায়েতের সমস্ত মেম্বারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করার পাশাপাশি নিয়মিত এলাকা পরিষ্কার ও ব্লিচিং ছড়াবার।' প্রধান একথা বললেও কার্যত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা তা পালন করেন না, বলে অভিযোগ স্থানীয় গ্রামবাসীদের।

হাবড়া ব্লক ১–এর বিডিও শুভ্র নন্দী বলেন, 'কন্যাশ্রী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এছাড়া সমস্ত ক্লাব সংগঠনগুলিকে ডাকা হয়েছে, তাদের নিয়ে মিটিং করা হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ করার জন্য তাদের আবেদন জানানো হবে।' বারাসত জেলা হাসপাতালের সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল বলেন, 'বারাসতে এখনও ডেঙ্গুর কোনও প্রভাব নেই। তবে হাবড়া থেকে কয়েকজন রোগীকে এখানে রেফার করা হয়েছে।'

তিন তালাক বিল অসম্পূর্ণ

প্রথম পাতার পর

পুস্তিকা সহ প্রচার সামগ্রী ছড়িয়ে দেওয়া হোক দেশের প্রতিটা ব্লকে। থানাগুলিকে নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হোক তালাকের অভিযোগ পেলেই তৎপর হতে। এমনকি তাঁরা চান আইনি সহায়তা কেন্দ্রও খোলা হোক মহকুমা আদালতগুলিতে। তাঁদের দাবি তিন তালাক রোধ করতে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এগিয়ে আসুন বিশিষ্ট জনেরাও। পথে নামুন তাঁরা। ধর্মীয় ভাবাবেগ ছেড়ে নারী মুক্তি আন্দোলনে শুধু ভাষণ নয়, চাই সক্রিয় অংশগ্রহণ।

মুর্শিদাবাদে ফের উড়ল নজরুলের বিজয়কেতন'

বিশেষ প্রতিনিধি: ১৮ জুন ১৯২৩। আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত কবি কাজী নজরুল ইসলামকে হুগলি জেল থেকে আনা হল মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে। এ জেলে বসেই কবি লিখে ফেললেন সত্যের আহ্বান' এর মতো কালজয়ী কবিতা। জীবদ্দশায় বহুবার কবির পূণ্য পদস্পর্শে ধন্য হয়েছে এই জনপদ। বিদ্রোহী ও মানবতাবাদী এই কবির মহাপ্রয়াণের চার দশক পর কবিস্মৃতি বিজড়িত সেই জনপদেই ফের উড়ল তাঁর বিজয়কেতন'।

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় সম্প্রতি সাড়ম্বরে উন্মোচিত হলো কবির পূর্ণায়ব ভাস্কর্য। দু'দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে কবির প্রশস্তিতে যোগ দিয়েছিলেন স্থানীয় অধিবাসীসহ দুই বাংলার নজরুলপ্রেমীরা। আয়োজনে গীত হয় নজরুলের অবিনাশী বহু গান ও কালজয়ী সব কবিতার আবৃত্তি। হাজারো ভক্তের ভালোবাসা ও বন্দনায় সিক্ত নজরুল ও তাঁর অমর সাহিত্য। আয়োজনে নজরুল পরিবারের সদস্যসহ দুই বাংলার নজরুলপ্রেমীদের মিলিতকণ্ঠে এই আহ্বান ধ্বনিত হয় যে, নজরুল তাঁর সমকালে প্রাসঙ্গিক ছিলেন–এই সময়ে এসে তিনি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

নন্দগোপাল ফাউন্ডেশন ফর আর্ট অ্যান্ড কালচার'র উদ্যোগে নজরুল ভাস্কর্যের উন্মোচন ও দুদিনব্যাপি আয়োজনে হরিহরপাড়ার গোপালনগর মেতে উঠে সাংস্কৃতিক উৎসবে। গত ২৭ জুলাই (২০১৯) শনিবার উৎসবের উদ্বোধনীতে নজরুল ভাস্কর্যের উন্মোচন করেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী রেজাউল করিম। এসময় উপস্থিত ছিলেন–কবির দৌহিত্র–দৌহিত্রী সুবর্ণ কাজী, সোনালী কাজী, নন্দগোপাল ফাউন্ডেশর ফর আর্ট অ্যান্ড কালচার'র

উপদেষ্টা মদন সরকার, বিশিষ্ট সংগঠক ও সমাজসেবী নন্দগোপাল ব্যানার্জী, গ্লোবাল জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ফর হিস্ট্রি, হেরিটেজ অ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল (জিজেএ)'র সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলামসহ বিশিষ্টজনরা।

হরিহরপাড়া এ কে খান কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রথমদিনের নজরুল সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে আরও যোগ দেন–মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক সুদীপ্ত পোড়েল, হরিহরপাড়ার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ণেন্দু স্যানালসহ অন্যরা। এদিন দুই দৌহিত্র সুবর্ণ কাজী ও সোনালী কাজী দাদুর গানে সবাইকে মোহিত করেন। আবৃত্তি করেন নিবেদিতা চৌধুরী।

রোববার ২৮ জুলাই দ্বিতীয় দিনের আয়োজনে অংশ নেন বাংলাদেশের নজরুল আকাদেমির সাধারণ সম্পাদক মিন্টু রহমান, সরোজিনী নাইডু কলেজের অধ্যাপক আজিজুল বিশ্বাস, কাচড়াপাড়া গভর্মেন্ট কলেজের অধ্যাপক কল্যাণ সরকার, অগ্নিবীণার সাধারণ সম্পাদক রবীন মুখার্জী, বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী করিম সাহাবুদ্দিন, শিল্পী মঞ্জুষা চক্রবর্তী, সুকন্যা কর্মকার, রবিউল আলম, পিনাকী সরকার প্রমুখ।

আয়োজনে উপস্থিত নজরুল অনুরাগীরা স্থানীয় গোপালনগর মোড়–কে নজরুলতীর্থ হিসেবে নামকরণ করেন। একই সঙ্গে সরকারি অনুমোদনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি আবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আয়োজন উপলক্ষে অগ্নিবাণী' নামে একটি বিশেষ সংকলনের মোড়কও উন্মোচন করেন অতিথিরা। সার্বিকভাবে এই আয়োজন সফল করতে ভূমিকা রাখেন নন্দগোপাল ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা মদন সরকার, সভাপতি সুহাস অধিকারী, সাধারণ সম্পাদক সাহাবুল ইসলাম, সদস্য আবদুস সালাম, নিয়ামত হোসেন, সাংস্কৃতিককর্মী আবদুর রহমান, সাইদুল আনসারী, রুস্তম চৌধুরী, নার্গিস তানজিমা, টুটুল মন্ডলসহ অন্যারা।

উল্লেখ্য, ভারতের প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামনি করের ছাত্র সরগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ বিশ্বময়ানন্দের তত্ত্বাবধানে নির্জনদে নান্দনিক এই ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। সরকারি আনুকূল্য ছাড়া সম্পূর্ণ নজরুলপ্রেমী সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় কবির পূর্ণাবয়ব ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দুই বাংলা তথা ভারতবর্ষে নজরুলচর্চায় এক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

মহানগরে

জলাশয় ভরাটে টাস্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকাস্থিত কোনও জলাশয় (পাঁচ কাটা বা তার বেশি) ভরাট করা সংক্রান্ত খবরাখবর প্রায়ই কলকাতা পুরসংস্থায় মৌখিক রূপে অথবা লিখিত রূপে জমা পড়ে। কলকাতা পুর প্রশাসন এবার এ বিষয়ে তদন্তের জন্য বিশেষ পুর মহাধ্যক্ষ তাপস চৌধুরি'র নেতৃত্বে একটি 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করল।

কলকাতা পুর এলাকাস্থিত কোনও জলাশয় বোঝানোর অভিযোগ পাওয়া গেলে ওই টাস্ক ফোর্সে'র দক্ষ সদস্যরা দ্রুততার সঙ্গে সেই স্থানে গিয়ে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরি করবে। তার পরে সেই রিপোর্ট বিশেষ পুর মহাধ্যক্ষ তাপসবাবুর কাছে জমা পড়বে। আর অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে বিশেষ মহাধ্যক্ষ 'ফিশারিজ আইনানুসারে' এফ আই আর দায়ের করবেন। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে এই 'টাস্ক ফোর্স' দ্রুত পদক্ষেপ করছে। গত ২৪ জুলাই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেয়েছে।

হৃদরোগ বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত, বছরে প্রায় ১৭.৫ মিলিয়ন মানুষের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। ডব্লুএইচও–র তথ্য বলছে হৃদরোগে আক্রান্ত বয়ঃসীমা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ শুধু যে বেশি বয়সের মানুষই এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তা নয়, কম বয়সীরাও আক্রান্ত হচ্ছে। এই রোগ সঠিকভাবে বিবেচনা করবার জন্য প্রয়োজন ইসিজি (ইকো কার্ডিওগ্রাফি–র) মতো কিছু পরীক্ষা। এইসব ছবিভিত্তিক পরীক্ষাগুলিকে একসাথে পর্যালোচনা করবার জন্য কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখা এক আলোচনার আয়োজন করেছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে অংশগ্রহণ করতে এসেছিল বিভিন্ন নামিদামী ডাক্তারেরা বলে জানান ডাঃ দেবব্রত রায়। এবং ডাঃ কাজল গাঙ্গুলী বলেন হৃদরোগকে আরও ভালোভাবে চিকিৎসা করবার জন্য প্রয়োজনীয় এবং আধুনিক পদ্ধতিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন এমন আলোচনা সভা। **ছবি: উৎপল কুমার রায়**

পুর বিল্ডিং–এ ছাড়পত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী দিনে মূল কলকাতার পুর এলাকার (ওয়ার্ড নং : ১০১–১৪৪) তিন কাঠার কম জমিতে নতুন বাড়ির নকশা অনুমোদনের জন্য 'ব্লক ভূমি রাজস্ব আধিকারিকে'র (বি.এল.আর.ও) ছাড় পত্রের আর প্রয়োজন হবে না। কলকাতা পুরসংস্থা খুব শীঘ্রই এ নিয়ম চালু করতে চলেছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম গত ২২ জুলাই বলেন, সাড়ে তিন কাঠার কম জমিতে বাড়ি তৈরি হচ্ছে, শুধু এই তথ্য দিলেই নির্মীয়মান সংশ্লিষ্ট বাড়ির নকশা অনুমোদনের জন্য পুরসংস্থা বিল্ডিং দফতরে গৃহীত হবে। এদিকে মূল কলাকাতার সংযোজিত ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের আর জমি বাড়ি ক্রয় করে দু' জায়গায় মিউটেশন করতে হবে না। কলকাতার পুরসংস্থার সংযোজিত ওয়ার্ডে কেউ কোনও জমি, বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনলে এতো দিন এই ভোগান্তি পোহাতে হতো। ক্রেতাকে রাজস্ব আধিকারিকে'র থেকে এক দফায় জমির মিউটেশন করিয়ে, পরে আবার কলকাতা পুরসংস্থার কাছ থেকে ফের জমি বাড়ির মিউটেশন করাতে হতো। এবার আর এই সমস্যা রইলো না। কসবাস্থিত বিএলআরও অফিসকে কলকাতা পুরসংস্থার সদর কার্যালয়ের চারতলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সংযোজিত ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জমি বাড়ি কিনে এই অফিস থেকেই মিউটেশন করলেই আর কোনও সমস্যা থাকবে না।

'মাইক্রোটানেলিং মেথডে'র দ্বারা দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার ঠাকুরপুকুর–জোকা এলাকাস্থিত জেমস লঙ সরণির শখের বাজার থেকে জোকার (ওয়ার্ড নম্বর : ১২৩–১২৪, ১৪৩, ১৪৪ আংশিক) মধ্যে ৩,৮০০ মিটার 'ট্রাঙ্ক সুয়্যার লেয়িং'–এর কাজ সম্পূর্ণ হল। সময় লেগেছে ৩০ মাস। এডিবি–র অর্থে মোট ব্যয় ৯৮.৭১ কোটি টাকা। গত ২৮ জুলাই ভূগর্ভস্থ ৮ ফুট ডায়ামিটারের এই নিকাশি টানেলের উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এই সুড়ঙ্গ দিয়ে অতি দ্রুত গতিতে জল ঠাকুরপুকুর পাম্পিং স্টেশন দিয়ে চড়িয়াল খালে গিয়ে পড়বে। ফলে এই চারটি ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের বর্ষার জল ভোগান্তি থেকে মুক্তি ঘটবে।

জলের উৎস যাচাই করে বহুতলের অনুমোদন

বরুণ মণ্ডল: পরিস্রুত পানীয় জলের দাবিতে ফের উত্তাল হল কলকাতা পুরসংস্থার মাসিক অধিবেশন। গত ৩০ জুলাই ওই অধিবেশনে ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায় তার প্রস্তাব পাঠে বলেন কলকাতায় পানীয় জলের বন্টনে সমতা আনতে হবে। জলের সঞ্চয় হ্রাস পাচ্ছে। অতএব ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার দ্রুততার সঙ্গে কমাতে হবে। জলের অপচয় রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এডিবি–র হিসেব অনুযায়ী, উত্তর কলকাতার লোকেরা গড়ে মাথা পিছু ৪০০ লিটার জল পান। সেখানে দক্ষিণের লোকেরা পান গড়ে ১৫০ লিটার। অন্যদিকে, যদিও সেটা পরিশোধিত জল নয়। উত্তর কলকাতায় লক্ষ্য করা যায়, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে বা মানিকতলার মুখে গঙ্গার অপরিশোধিত জল চৌবাচ্চা উথলে পড়ে যাচ্ছে। এটা গঙ্গার অপরিশোধিত জল হলেও 'সারফেস ওয়াটারে' টান পড়ছে। ফলে কলকাতা পুরসংস্থার কার্যকর যে ভাবনা বা কার্যকরি ভূমিকা নেওয়ার জন্য এবং সকলকে সচেতন হতে হবে। পুর বামফ্রন্ট নেত্রী রত্না রায় মজুমদারও পানীয় জলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সারা কলকাতার হাইরাইজ আবাসনগুলি বা টাউনশিপগুলি বড়ো বড়ো ফেরুলে পরিস্রুত জল নিয়ে নেওয়ার ফলে কলকাতার মধ্যবিত্তরা বস্তিবাসীরা জল পাওয়া থেকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দেওয়ার বিষয়ে পুরসংস্থাকে ভাবতে হবে। এদিকে গঙ্গা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিতে নদী গর্ভে অতি দ্রুততার সঙ্গে ড্রেজিং করতে হবে গঙ্গার নাব্যতা বা হলদিয়ার নাব্যতা শুকিয়ে যাচ্ছে।

গঙ্গা পাড়ের কেবল সৌন্দর্যায়ন করলেই হবে না। আমরা গঙ্গাকে ব্যবহার করি পরিস্রুত পানীয় জলের জন্য। তার নাব্যতা বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকারের অর্থও যেমন থাকবে তেমন কেন্দ্রের অর্থও এতে থাকবে। কেবল 'নমামি গঙ্গে'র নাম দিয়ে এটা করা যাবে না।

দেবাশিসবাবুর এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়োপযোগী প্রস্তাব বলে আখ্যা দিয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন,

আমার আগে যাঁরা মহানাগরিক ছিলেন, কলকাতায় তাঁরা হাইরাইজ বিল্ডিংগুলির স্যাংশন দিয়ে গেলেন। কিন্তু এদের জন্য জল কোথা দিয়ে আসবে। এদের ড্রেনেজ সমাধান কিভাবে হবে এটা বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশনের আগে ভাবা হয়নি। আমি এসে একটি 'কম্প্রিহেনশিভ প্ল্যান' করেছি। তার কারণ হচ্ছে হাউজিং কমপ্লেক্স বা হাইরাইজের ক্ষেত্রে আগে জল ও ড্রেনেজ কোথা দিয়ে আসবে সেটা না দেখে, এরপর থেকে কোথাও কোনও হাইরাইজের স্যাংশন দেওয়া হবে না। বা হাউজিং কমপ্লেক্সের স্যাংশন দেওয়া হবে না। এবং এটাও সঠিক অধ্যক্ষা যে, কলকাতা পুরসংস্থা এটা উপলব্ধি করেছে বলেই সারা কলকাতায় আস্তে আস্তে ট্যাপ কলে মিটারিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এবং প্রতিটি পুরবাসীর যা জল প্রাপ্য তার বেশি ব্যবহার করলে যে জলের অপচয় হচ্ছে। নিশ্চিতভাবে তাকে আটকানোর জন্যই কলকাতায় মিটারিং চালু হয়েছে।

সারা কলকাতায় ২৬৯টি 'ডিপ টিউবওয়েল' রয়েছে। বিশেষ করে টালিগঞ্জ–যাদবপুর ছাড়া নতুন করে কলকাতার আর কোথাও 'ডিপটিউব ওয়েল' করা হচ্ছে না। এই অঞ্চলের জন্যই গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প একটি দৈনিক ২৫ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদন কেন্দ্র গড়া হচ্ছে। তাতে ব্যয় ৮৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

ধাপার 'জয় হিন্দ জলপ্রকল্পে' আরও দৈনিক ২০ মিলিয়ন গ্যালন জল উৎপাদনের জন্য ডিপিআর (ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট) তৈরি করতে দেওয়া হয়েছে। এবং বেহালা–টালিগঞ্জ–যাদবপুরের জন্য দৈনিক ১০ মিলিয়ন গ্যালন জলপ্রকল্প তৈরিতে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া ঢালাই ব্রিজের কাছে জমি পাওয়া গেছে। ডিপিআর তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ কলকাতা পুরসংস্থা পরিস্রুত পানীয় জলের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে।

গ্রাউন্ড ওয়াটারের ব্যবহার কমাতে কলকাতা পুরসংস্থা নিশ্চিত ভাবে উদ্যোগী। ডিপ টিউব ওয়েলের জন্য পুর জল সরবরাহ দফতর একটা সার্ভে করতে দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট কতগুলি ডিপ টিউব ওয়েল হাইরাইজ বিল্ডিংগুলিতে রয়েছে। এবং তারা দৈনিক কত পরিমাণ জল তুলছে, এটার 'সার্ভে'র কাজ চলছে। বলে মহানাগরিক এদিন জানান।

স্বাস্থ্য ভাবনায় বিদ্যাসাগর স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যাসাগরকে আমারা চিনি বিদ্যার সাগর বা দয়ার সাগর হিসেবে। তিনি মাঝে মধ্যেই ছোটখাটো রোগ সারাতে হোমিওম্যাথি চিকিৎসা করতেন। সেক্ষেত্রেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন পারদর্শী। প্রাতঃ স্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (বন্দ্যোপাধ্যায়) ১২৯ তম প্রয়াণ দিবসে গত ২৯ জুলাই উত্তর কলকাতার 'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কর সভা'তে (কৃপাশরণ হল) 'বিদ্যাসাগর চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র'র উদ্যোগে 'বিদ্যাসাগর'স থট অন হেলথ অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট' প্রসঙ্গে এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা হয় দয়ার সাগরের প্রয়াণ দিবস স্মরণে। আলোচনা সভায় ছিলেন ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের মেডিকেলের ডিরেক্টর অশোককুমার সামন্ত, প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক ডা. মমতাজ সঙ্ঘমিতা, রবীন্দ্র ভারতী মিউজিয়ামের প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক ইন্দ্রানী ঘোষ, অধ্যাপিকা ডা. অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য অতিথি ছিলেন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডা. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. শঙ্কর কুমার নাথ, হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী প্রমুখ।

লঘু, সূক্ষ্ম ও মাঝারি উদ্যোগের শারদ সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের লঘু, সূক্ষ্ম ও মাঝারি উদ্যোগ প্রতিনিয়ত ক্ষুদ্র শিল্পকে তুলে ধরছে বিশ্বের দরবারে সকলের কাছে। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এক অগ্রণী ভূমিকায়। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিশ্বের কাছে খুবই প্রশংসনীয়। দূর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প সুচারুরূপে সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এবার পুজোর সময় 'ফোর ইউ' শারদ সম্মান প্রদান করবে লঘু–সূক্ষ্ম–মাঝারি উদ্যোগ দফতর। শিল্পোদ্যোগীদের দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী বিপনন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ বলে জানান অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরেক্টর এমএসএমই– ডিআই কলকাতা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরাই হবে লক্ষ্য।

চারটি বিভাগে এই শিল্প সামগ্রীর প্রতিযোগিতা হবে তার মধ্যে রয়েছে উপহার সামগ্রী, নকশাদার পোশাক, গহনা এবং পরিবেশ বান্ধব ব্যাগ।

এই প্রতিটি বিভাগ থেকে সেরা ১০ জনকে অর্থাৎ ৪০ জন প্রতিযোগিকে সম্মাননা করা হবে। শারদোৎসব চলাকালীন এই সব সামগ্রী প্রদর্শিত হবে এবং একটি বিশেষ বাণিজ্য মেলারও আয়োজন করা হবে বলে জানান কর্তারা। আবেদন পত্র নিবন্ধীকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে ২৩ জুলাই ২০১৯ এবং চলবে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। বিশদ জানতে ক্লিক করতে হবে এমএকএমই ডিআই কলকাতার ওয়েবসাইটে এছাড়াও যোগাযোগ করা যাবে হোয়াটস অ্যাপ নম্বর ৮৪৪২৮৮৪৩৫৫ নম্বরে।

সুনীল সরণি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার স্বনামধন্য ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স এবার থেকে 'কথা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সরণি' নামে পরিচিতি লাভ করলো। বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক গল্পকার ও ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪–২৩ অক্টোবর ২০১২) ১৯৭৭ থেকে এই গার্ডেন্সের এক ফ্ল্যাট বাড়িতে প্রয়াত হওয়া পর্যন্ত জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে সব থেকে বেশি লেখা এই ফ্ল্যাটে বসেই লিখেছেন। কলকাতা পুরসংস্থার 'রোড–রি–নেমিং কমিটি' প্রথিতযশা সাহিত্যিকের লেখনীর স্মৃতিকে সম্মাননা জানিয়ে নিজ উদ্যোগেই এই নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত ১১ জুন মেয়র পারিষদের বৈঠকে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর গত ৩০ জুলাই মাসিক পুর অধিবেশনে সেই প্রস্তাব 'পাস' হয়। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে এই সাহিত্যিকের জন্ম। 'নীললোহিত' ছদ্মনাম ছাড়াও 'সনাতন পাঠক' ও 'নীল উপাধ্যায়' নামে অনেক লেখা তিনি লিখেছেন। 'সেই সময়' উপন্যাসের জন্য ১৯৮৫তে তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে কবি–সাহিত্যিক সম্মানিত হন। আবার ২০০৮–এর ২০ ফেব্রুয়ারি সাহিত্য অকাদেমি সভাপতি নির্বাচিত হয়। তাঁর লেখাগুলি চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়।

সেপ্টেম্বরেই শান্তি থেকে বেরোতে পারে ইউবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি : টানা দুই ত্রৈমাসিকে মুনাফা করল ইউনাইটেড বাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (ইউবিআই)। চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল–জুন ত্রৈমাসিকে কলকাতার এই ব্যাঙ্কটির নিট ১০৪.৯৯ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে। গত অর্থবর্ষের এপ্রিল–জুন ত্রৈমাসিকে ব্যাঙ্কটির ৩৮৮.৬৮ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছিল। টানা সাত ত্রৈমাসিক ক্ষতির মুখ দেখার পর ২০১৮–১৯ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি–মার্চ) ৯৫ কোটি টাকা মুনাফা করে ইউবিআই। আগামী দুই ত্রৈমাসিকও ব্যাঙ্ক মুনাফা করবে বলে এদিন জানিয়েছেন ইউবিআই–এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও অশোক কুমার প্রধান। তাঁর কথায়, 'ব্যাঙ্ক অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ অনেকটাই কমাতে পেরেছে। আগামী দুই ত্রৈমাসিকেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং আমাদের আশা জুলাই–সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের পর আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রম্পট কারেক্টিভ অ্যাকশনের বাইরে চলে আসব।

আইআইটি খড়গপুরের গবেষণায় ক্ষতিহীন সিক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইআইটি খড়গপুরের গবেষকদের একটি দল ভারতীয় আবহাওয়ায় উচ্চ আদ্রতাসম্পন্ন কঠিন বর্জ্য হাইড্রো থার্মাল কার্বোনাইজেশন (এইচটিসি) পদ্ধতিতে জ্বালানী তৈরি করেছেন।

এই বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে পৌর অঞ্চলে কঠিন বর্জ্যের মধ্যে থাকা জৈব পদার্থকে একটি রিঅ্যাক্টরের মাধ্যমে হাইড্রোকারে পরিণত করা হয়। বর্জ্য পদার্থের মধ্যে থাকা জল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়ায় শহরাঞ্চলে জৈব বর্জ্য পদার্থের থেকে ৫০–৬৫ শতাংশ জ্বালানী পাওয়া যাবে। এর সাফল্য এইচটিসি রিঅ্যাক্টরে উন্নত তাপদায়ী ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এই প্রযুক্তির ফলে বর্জ্য পদার্থের পরিমান হ্রাস পাবে। এখান থেকে উৎপাদিত জৈব জ্বালানী লিগনাইট কয়লার থেকে প্রাপ্ত শক্তির সমতুল। এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে পরিবেশ দূষণের মতো সমস্যার সমাধান হবে। পুরো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্তিকা দূষণের পরিমাণও কমে আসবে।

একটি শহরের বিভিন্ন জায়গায় এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা সুবিধা হবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রতিদিন জ্বালানী থেকে বিদ্যুত উৎপাদনের পরিমাণ ৫৩.৫ মেগাওয়াট। এই বিদ্যুত উৎপাদন করতে লাগে ৫ হাজার ৩০০ টন জঞ্জাল। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পুরসভাগুলির পক্ষে কঠিন বর্জ্য পদার্থের মধ্যে থাকা জৈব অংশ ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

স্বয়ম উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা : ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অন টেকনোলজি এনহ্যান্স লার্নিং (এনপিটিইএল)–এর আয়োজন করেছিল খড়গপুর আইআইটি। এই স্বয়ম এনপিটিইএল–এ অংশগ্রহণ করে ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং উত্তর পূর্ব রাজ্যের প্রায় ১৬ লক্ষ শিক্ষার্থী। তাদের নাম নথিভূক্ত করায় জানুয়ারি এপ্রিল ২০১৯–এর জন্য। এরমধ্যে ২ লক্ষ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে ১২ শতাংশ হল পশ্চিমবঙ্গের। বিভিন্ন কলেজকে সেমতভাবে পর্যায়ক্রমে হার নির্ধারণ করা হয়। এবং তাদেরকে ২৭ জুলাই কলকাতায় সংবর্ধিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইআইইএসটি শিবপুরের ডিরেক্টর প্রফেসর পার্থসারথি চক্রবর্তী, ঝাড়খন্ড ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি অধ্যক্ষ প্রফেসর গোপাল পাঠক, বর্ধমান ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ প্রফেসর নিমাই চন্দ্র সাহা, এনপিটিইএল–এর কোয়ার্ডিনেটর অদ্রিজিৎ গোস্বামী এবং অন্যান্যরা। স্বয়ম হল ভারত সরকারের এক পদক্ষেপ। যার দ্বারা দেশের আইআইটি–র শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের তৈরি হওয়ার জন্য অগ্রণী পদক্ষেপ।

পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কম্যান্ডের কার্গিল বিজয় দিবস

পিআইবি : পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কম্যান্ডের পক্ষ থেকে কলকাতায় কার্গিল বিজয় দিবসের ২০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়। সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম.এম. নরভানে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। তিনি শহিদদের আত্মবলিদানকে স্মরণ সকলকে দেশের স্বার্থে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

১৯৯৯ সালের আজকের দিনে অপারেশন বিজয় নামে এক সেনা অভিযানে ভারত পাকিস্তানকে কার্গিলের উঁচু এলাকাগুলি থেকে হঠিয়ে দেয়। পাকিস্তানীরা নিয়ন্ত্রণ রেখা পার করে গোপনে ভারতের ওই অংশগুলি দখল করেছিল। দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে শহিদদের এই আত্মবলিদান এবং সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবছরের উদযাপনের মূল ভাবনা হল স্মরণ, আনন্দ এবং পুনর্নবীকরণ। কার্গিল বিজয় দিবস উদযাপনের অন্যতম লক্ষ্য হল দেশজুড়ে তরুণদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম জাগ্রত করা ও যেসব সৈনিকদের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে দেশ এই জয় পেয়েছে, তাঁদের স্মরণ করা।

সারাদিন এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে আনন্দের জন্য দৌড়', এক দৌড় শহিদোঁ কি নাম', প্রেরণামূলক ভাষণ সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ফটো ক্যাপশন–১)সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেফ্টটেন্যান্ট জেনারেল এম.এম. নরভানে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন। ২৬ জুলাই, ২০১৯।

২) সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেফ্টটেন্যান্ট জেনারেল এম.এম. নরভানে, বায়ুসেনার প্রাক্তন প্রধান অরূপ সাহা সহ বিশিষ্টজনেরা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় স্মারকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন। ২৬ জুলাই, ২০১৯।

৩) কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় স্মারকে কার্গিল বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কার্গিল যুদ্ধের এক প্রাক্তনী দিলীপ কুমার বোড়া। ২৬ জুলাই, ২০১৯।

মাঙ্গলিকী

বাচিক শিল্পীকে সারস্বত সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ এ জুলাই ২০২৯ ব্রতচারী গ্রাম গুরুসদয় সংগ্রহশালা সবাইরে দক্ষিণী –সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ও বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংবাদ নজর পত্রিকার সম্পাদক অনুপ ধর উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাচিক শিল্পে আজীবন সেবা করার জন্য এবং বাচিক শিল্পকে প্রচার এবং প্রসারে সাহায্য করার জন্য দক্ষিণী সারস্বত সম্মান ২০১৯' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী দীপ্তেন বন্দোপাধ্যায়কে। অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল– সমাজ অবক্ষয় রোধে সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা।

বিশিষ্ট লেখক স্বপন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ইতিহাস সত্য বল– হিটলার না স্তালিন, বইটি প্রকাশ করেন সংবাদ নজর পত্রিকার সম্পাদক অনুপ ধর। তিনি বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। বেহালা ঠাকুরপুকুর এলাকার বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী, সমাজকর্মী উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করেন।

ভারত–বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসব

মহঃ রেজাউল করিম, বারাসত : গত ১৯ জুলাই শুক্রবার অল ইন্ডিয়া মহাত্মা গান্ধী কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশনের উদ্যোগে এবং বেঙ্গল এডুকেশন ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতের তিতুমীর অডিটোরিয়ামে 'ভারত–বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উভয় দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা উন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা মহাশয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, উভয় দেশের 'জাতীয় সংগীত' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মানুষের ভাষা সংস্কৃতি একই হওয়ায় কাঁটা তারের বন্ধন আমাদের আলাদা করে রাখতে পারে না। বাঙালি হিসাবে আমরা উভয়ই উভয়ের অন্তরের টানে ভিন্ন–ভিন্ন বিষয়ে একত্রিত হতে চাই। উপস্থিত বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আওয়ামী লিগের শ্রমিক লিগের সভাপতি শুকুর মাহমুদ ভারত–বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর জোর দেন। 'অবাক পৃথিবী' পত্রিকার সম্পাদক জাহিরুল ইসলাম খোকন, সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ডঃ আব্দুর রহিম, বাংলাদেশ যুব লিগের (মহিলা) কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জাফিয়া সৃজনী শিউলি প্রমুখ ব্যক্তিকে 'সমাজ গৌরব সম্মাননা–২০১৯' প্রদান করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ছাত্র–ছাত্রীদের 'বিজ্ঞান মডেলে'র প্রতিযোগিতা হয় এবং পুরস্কার প্রদান করা হয়। বেঙ্গল এডুকেশন ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশনে রাজ্য সম্পাদক সাজাহান মণ্ডল ও রাজ্য সভাপতি আমিনুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওস্তাদ আমীর খান ও পণ্ডিত শ্রীকান্ত বাকরে স্মৃতি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ জুলাই 'রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে (সল্টলেক) দুপুর থেকে রাত অবধি দশম বার্ষিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আয়োজন করেছিল। এই শুভদিনে বিশিষ্ট অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে প্রাক্তন আকাশবাণীর অধিকর্তা, সুনীত চ্যাটার্জী, আকাদেমির সভাপতি ডঃ নির্মলেন্দু কুণ্ডু, রাগিণীর সম্পাদক তরুণ ঘোষ এবং ডঃ পণ্ডিত রবীন্দ্র গুরুরাজ কাটোতি প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আকাদেমির ছাত্রছাত্রীগণ মঞ্চে বিভিন্ন রাগের উপর স্বরমালিকা ও বন্দিশ পরিবেশন করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সুরেশ দাগা, রাজরতন রাগবি, শুভা পাল, এনা ব্যানার্জী, অরুন্ধতী দাশগুপ্ত, সাবিনা পাণ্ডে, কিরণ ফোমরা, স্নেহা মুদ্রা, ইউরিকা দামানী, স্বাগতা চক্রবর্তী, সৃষ্টি মণ্ডল, প্রশান্ত চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, বোধিসত্ব ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, তুর্য দাশগুপ্ত, মহুলপিয়া নন্দী, অনিশা প্রধান, আরিহী বণিক, ঐশি বণিক, প্রিয়ম সেন, শৌর্য দাশগুপ্ত প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। এঁদের সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন অনিন্দ্য মুখার্জী ও মুকেশ মাজি। হারমোনিয়াম সহযোগিতায় ছিলেন গুরুজী সমীর জানা।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে ডঃ কেতকী গোস্বামী মধুবন্তী রাগে খেয়াল ও পরে ঠুংরি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন জয় করেন তবলায় রাসগোবিন্দ বেরা ছিলেন অনবদ্য ও হারমোনিয়াম সহযোগিতা ছিলেন সন্দীপ সেন। দ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন মহারাষ্ট্র থেকে আগত ডঃ পণ্ডিত রবীন্দ্র গুরুরাজ কাটোতি। উনি সোলো হারমোনিয়ামে পরিবেশন করেন রাগ শ্রী, মেঘ, সুরদাসী মল্লার, অটল মল্লার এবং সর্বশেষ খাম্বাজ রাগে টপ্পা। তাঁর আঙুলের জাদুতে প্রত্যেকটি রাগ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। শ্রোতারা আপ্লুত হয়ে করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। তাঁর সাথে তবলায় সহযোগিতা করেন রূপক ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গত শিল্পীকে আপ্লুত করে ও শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তৃতীয় শিল্পী ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া চক্রবর্তী। প্রথমে মিঁয়া কি মল্লার রাগে বিলম্বিত ও বন্দিশ ও পরে ঠুংরি পরিবেশন করে মাতিয়ে তোলেন। তাঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য। যিনি অনবদ্য সঙ্গত করে শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নেন। হারমোনিয়ামে সহযোগিতায় সন্দীপ সেন ছিলেন অনবদ্য। সর্বশেষে উদীয়মান শিল্পী তাপস বালা সন্তুরের কিরবানি রাগে আলাপ রাগে আলাপ, জোড়, কালা এবং পরে ঝাঁপতালে গত্ পরে দ্রুত তিন তাল বাজিয়ে শ্রোতাদের আপ্লুত করেন। তাঁর সঙ্গে তবলায় অনবদ্য সহযোগিতা করেন সত্যজিৎ কর্মকার। অনুষ্ঠান শেষে সংস্থার কর্ণধার সমীর জানা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সঞ্চালনা করেন রাজর্ষি ভট্টাচার্য ও টিভির সঞ্চালিকা মউ গুহ। অনুষ্ঠানে অসংখ্য শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির 'এসো হাত ধরি'

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ জুলাই মঙ্গলবার বেলা ৩টে থেকে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির 'এসো হাত ধরি' প্রকল্প উদ্‌যাপন করলেন সমিতির ঠাকুরনগর শাখার কর্মীরা ঠাকুরনগর বাজারস্থিত তাদের কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন ইছাপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাননীয়া সীমা মণ্ডল, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ঠাকুরনগর শাখার ম্যানেজার সোমনাথ সরকার, ডেপুটি ম্যানেজার ঈপ্সিতা বসু, অফিসার শর্মিষ্ঠা সিনহা চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎকান্তি মণ্ডল ও ইন্দ্রজিত দেবনাথ এবং সমিতির সভাপতি হিমাদ্রি গোমস্তা ও সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার।

শাখা–কর্মীদের সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরে উপস্থিত অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হয়। অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের গোলাপফুল দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অঞ্চল প্রদান সীমা মণ্ডলের হাত দিয়ে প্রতিবন্ধী কুমারী অর্পিতা বাউলকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়, উপস্থিত অভ্যাগত বৃন্দ ১২ জন দরিদ্র, অসহায় অসুস্থ, নিরালম্ব বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বেঁচে থাকার রসদ যোগাতে ও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সমিতির সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। উপস্থিত অতিথিরা সমিতির উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব, ক্ষয়িষ্ণু ও নির্মম এই সমাজে প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকা নিশ্চিত করতে সমিতির এই উদ্যোগ আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজনে এবং তারা সর্বক্ষণ এই উদ্যোগের পাশে থেকে সাহায্য করবেন।

সমিতির অন্তর্গত এক গোষ্ঠী সদস্যা ঝর্ণা মণ্ডল অনুষ্ঠানে দুটি গান পরিবেশন করেন। সমস্ত গানে তবলায় যোগ্য সঙ্গত করেন তাপস দে–র উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অতিথিদের পুষ্পস্তবক ও বৃদ্ধ বৃদ্ধা অসহায় অসুস্থ মানুষদের গোলাপফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

১২ জন অসুস্থ অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে সমস্ত রকম খাদ্য সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। ২ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাসামগ্রী প্রদান করা হয়।

সমস্ত সাহায্য সামগ্রী স্থানীয় মানুষদের দানে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর মধ্যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের তিনজন আধিকারিক ও আবগারি আধিকারিক প্রত্যেকে একজন করে মোট চারজনের সাহায্যের সম্পূর্ণ খরচ বহন করেছেন। স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস সাহা প্রতিবারের মতো এবারেও যথেষ্ট অর্থসাহায্য করেন এবং ভবিষ্যতের প্রতিটি 'এসো হাত ধরি' অনুষ্ঠানে যথাযোগ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অনুষ্ঠানে ডেঙ্গু নিয়ে মূল্যবান বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি পঞ্চায়েত প্রধান স্টেট ব্যাঙ্কের আধিকারিক প্রত্যেকে সমিতির এই কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই উদ্যোগে সব সময় সমিতির পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার তিনি কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা দেন এবং অসুস্থ অসহায় বৃদ্ধ–বৃদ্ধা প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র মোধাবী ছাত্রছাত্রীদের সমিতি কিভাবে সাহায্য করছে তার বিবরণ দেন।

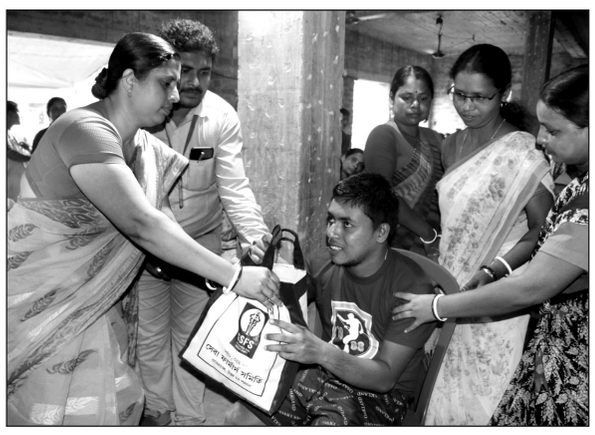

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনুষ্ঠান যা কিছু সাহায্য করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ স্থানীয় অর্থাৎ ঠাকুরনগরের বিবেকবান মানুষের দান।

সমিতির সভাপতি হিমাদ্রি গোমস্তা সমস্ত মানুষের আশীর্বাদে সমিতির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন এবং 'এসো হাত ধরি' প্রকল্পের কর্মকাণ্ড সমস্ত ব্লকে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে গত ২৬ জুলাই শুক্রবার বেলা ৩টে থেকে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির চাঁদপাড়া শাখার কর্মীদের উদ্যোগে শাখা অফিসে সমিতির 'এসো হাত ধরি' অনুষ্ঠান উদযাপিত হল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক জীবন কানাই মণ্ডল, চাঁদাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক কুমার দাস, স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার দেবাশিস বসাক, স্থানীয় ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের আধিকারিক শ্রীপর্ণা মণ্ডল, স্থানীয় আবগারি বিভাগের আধিকারিক অনিমেষ মজুমদার, সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার ও সভাপতি হিমাদ্রি গোমস্ত।

সমিতির প্রাক্তন কর্মী সুমনা সমন্বয়কারী গৌতম মিস্ত্রি।

আগামী সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ জুলাই বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগারের হলে 'আগামী সাহিত্যে'র প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। ১৯তম বর্ষের ১ম সংখ্যাটি আগত কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের হাতে তুলে দিলেন সম্পাদক নিশিকান্ত সামন্ত। সঙ্গে একটি করে রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বলিত ছোট সুন্দর স্মারক।

রবিবার ছুটির দিন, তার উপর সারাদিন ধরে রোদ বৃষ্টির খেলার মধ্যেও হলের উপস্থিতি জানান দেয় যে কাব্য সাহিত্যানুরাগী মানুষ এখনও প্রায় বাংলা থেকে একেবারে উধাও হয়ে যায়নি। অমৃতলাল পাড়ুই, সাংবাদিক সাজাহান সিরাজ ছোট সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। লাইব্রেরিয়ান মধুসূদন চৌধুরী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে লাইব্রেরিগুলি হাল হকিকৎ তুলে ধরে অমূল্য সম্পদ নষ্ট হতে চলেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। প্রচুর কবি সমাগত হয়েছিলেন। সকলেই স্বরচিত কবিতা ছড়া পাঠ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন, স্বপন মান্না, প্রবীর জানা, ভীম ঘোষ, আবর আলি, অমলেন্দু বিকাশ দাস, বিশ্বনাথ মাঝি, মানবেন্দ্র চক্রবর্তী ও সুমিত মোদক প্রমুখ। আগামী সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র অমিত দাস যে সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করেই মাধ্যমিক পাশ করেছে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার তুলে দেয় ব–দ্বীপ বার্তার সম্পাদক সাজাহান সিরাজ মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিল দুর্বার কলমের সম্পাদক অমর নস্কর। আলিপুর বার্তার বিশিষ্ট নিবন্ধকার ও সাংবাদিক এই বন্ধ্যা সময়ে এতোগুলি সাহিত্যপ্রেমী মানুষকে একত্রিত করার জন্য সম্পাদক নিশিকান্ত সামন্তকে ধন্যবাদ জানায়।

কবি–সাংবাদিক ইকবাল দরগাই পেলেন আকাশবার্তা পত্রিকা সাহিত্য পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরের শিয়ালদহের ৫৫ সূর্য সেন স্ট্রিটের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবন হলে ২০ জুলাই ২০১৯ আকাশবার্তা পত্রিকার ২০ বছর পূর্তি উৎসব বিকেল ৪টায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর স্বাগত ভাষণ দেন আকাশবার্তা পত্রিকার সম্পাদক আকাশচন্দ্র দাস। তিনি তাঁর ভাষণে গত ২০ বছর ধরে পত্রিকা বিষয়ে তাঁর সংগ্রামের কথা সবিস্তারে বলেন। আকাশবার্তা সাহিত্য পুরস্কার পেলেন কবি–সাংবাদিক ইকবাল দরগাই। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট কবি অরুণ চক্রবর্তী। পুরস্কার পেয়ে ইকবাল দরগাই বলেন– এই পুরস্কার পেয়ে আমার দায় ও দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে গেল। সচেতন পাঠকের জন্য আমাকে আরও সতর্ক হয়ে লেখনী ধরতে হবে। অনুষ্ঠানে আকাশবার্তা পুরস্কার পান ইকবাল দরগাই ছাড়াও সঙ্গীত শিল্পী স্বপন সেন, সুশান্ত প্রসন্ন টিকাদার, কবি অরুণ চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে আকাশবার্তা পত্রিকার বিশেষ ২০ বছর পূর্তি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকল কবি সাহিত্যিকদের পত্রিকার সম্পাদক আকাশচন্দ্র দাস অভিনন্দন জানান।

'তারাশঙ্কর জন্মজয়ন্তী'

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী' ও লাভপুর পঞ্চায়েতসমিতির যৌথ উদ্যোগে এবং বোলপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহায়তায় ৮ই শ্রাবণ লাভপুর সংস্কৃতি ভবনে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ১২২তম জন্মদিবস যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হলো। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পদযাত্রা হয়। সাহিত্যিকের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত বাউলশিল্পী কার্তিক দাসবাউল। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের পর হয় সাহিত্য আড্ডা। অধ্যাপক রামানুজ মুখোপাধ্যায়,বোলপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী,লাভপুর পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি ছবি পাল,লাভপুর ব্লক তৃনমূল সভাপতি সমাজসেবী তরুন চক্রবর্তী,সহসভাপতি আব্দুল মান্নান সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র কর্নধার শিক্ষক ড. উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়।

কলকাতায় দ্বাদশ জাতীয় হিন্দি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় ইস্পাত প্রতিমন্ত্রী ফগন সিং কুলস্তে কলকাতায় দ্বাদশ জাতীয় হিন্দি সম্মেলন উদ্বোধন করলেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার মুন্সি প্রেমচাঁদের ১৩৯ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে হিন্দি ভাষা নিয়ে এই জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ইস্পাত মন্ত্রকের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্হা মেটাল স্ক্র্যাপ ট্রেড কর্পোরেশন লিমিটেড (এমএসটিসি) এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিল।

ফগন কুলস্তে এই সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য এমএসটিসি–র আধিকারিক ও কর্মীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, হিন্দি ভাষাকে সহজ–সরলভাবে ব্যবহারের জন্য মুন্সি প্রেমচাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। হিন্দিকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। কেন্দ্র সমস্ত দপ্তরের হিন্দির ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছে। হিন্দির প্রচারের জন্য প্রতিটি মন্ত্রকে রাজভাষা ইউনিট গঠন করা হচ্ছে। তিনি সকলকে হিন্দির মাধ্যমে যোগাযোগ বাড়াতে বলেন, যার ফলে এই ভাষা আরও জনপ্রিয় হবে।

ইস্পাত মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব টি শ্রীনিবাস, যুগ্ম নির্দেশক আনন্দ কুমার, এন.এস.টি.সি–র চেয়ারম্যান ও কর্ণধার বি বি সিং সহ অন্যান্যরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষরোপণে স্বরচিত কবিতা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ জুলাই চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির এবং বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে 'কাজরী'র কর্ণধার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক উজ্জ্বল রায়কে নিয়ে লেখা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক কবি আশুতোষ ঘোষাল। যা অনুষ্ঠানটিকে অন্য একটি মাত্রা এনে দেয়। আদিবাসী নৃত্য পরিবেশিত হয়। প্রচন্ড রৌদ্রের জন্য পড়ুয়াদের নিয়ে র‍্যালি কর্মসূচি বাতিল করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে গাছ লাগানোর শপথ নেওয়ার পর 'কাজরী'র উদ্যোগে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক (জিলাপরিষদ) দিব্যেন্দু বেরা, সমাজসেবী ইয়াসিন আক্তার, প্রধান শিক্ষক বিদ্যুৎকুমার মজুমদার, 'কাজরী'র কর্নধার উজ্জ্বল রায় সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক কবি আশুতোষ ঘোষাল।

২২ জুলাই 'কাজরী'র উদ্যোগে সিউড়ি পি এন্ড সি এম এম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ উপলক্ষ্যে পড়ুয়াদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। পড়ুয়াদের নিয়ে র‍্যালি করানো হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক ড. পবিত্র দাসবক্সী, 'কাজরী'র কর্নধার উজ্জ্বল রায়। ১৯ জুলাই রামপুরে শ্যামশ্রী আশ্রমের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

রবীন্দ্র–নজরুল জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৩ জুলাই সন্ধ্যায় টালিগঞ্জ নেতাজি নগরের নিরঞ্জন সদনে 'দক্ষিণ সঙ্গীত সম্মিলনীর' উদ্যোগে সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপিকা স্বস্তিকা মুখার্জীর সুষ্ঠ পরিচালনায় ১৫৭তম বর্ষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব ও ১১৯তম বর্ষ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন স্বস্তিকা মুখার্জী। নজরুল গীতি পরিবেশন করে আপ্লুত করেন শুভ্রকান্তি চ্যাটার্জী। আবৃত্তি পাঠ করে মোহিত করেন প্রজেশ সেনগুপ্ত। শিল্পী এবং শ্রোতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাংবাদিক বরুণ চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

প্লাবন

(সম্পাদক – স্বপন দত্ত / বৈশাখ–আষাঢ় ১৪২৬ সংখ্যা / দাম ৪০ টাঃ) – দশটি বছর পেরিয়ে এসেছে পত্রিকাটি, সেই সঙ্গে পরিণতও হয়েছে। বীরেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাসের ধারাবাহিক লেখাটি নির্মমভাবে নিরপেক্ষ এবং সেজন্য পাঠকেরা প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর সুযোগ পাচ্ছেন। লেখকের প্রয়াসকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয়। সুদূর নাগাল্যাণ্ডে বাঙালীদের নাট্যচর্চার কথা জানিয়েছেন দেবাশিষ দত্ত। অলোকানন্দ দাসের রিকশ কথাও ভালো লাগল। পুনঃপ্রকাশিত লেখার মধ্যে বিপ্লবী সূর্য সেন সম্পর্কে অনেক অজানা জানা গেল অশোক মুখোপাধ্যায়ের লেখাটিতে। প্রদ্যুত বিশ্বাসের পচা গল্পটি জোরালো। তাপসী কোলের গল্পটিও চমতকার। কবিতা পর্বেও বেশ বলিষ্ঠ লেখা পাওয়া গেল। সোমা মুখোপাধ্যায়, কালাচাঁদ রায়, খুকু ভূইঁয়া, নূর মহম্মদ, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র বিশ্বাস, গার্গী সেনগুপ্ত, অরূপ পাণ্ডী, বিমান কুমার দত্ত, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখদের কথা উল্লেখ করতেই হয়। ভালো লাগলো অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট্ট অথচ বলিষ্ঠ কবিতাটি। (পত্রিকার ঠিকানা – ১৪৩/৫ নীলাচল, পোঃ নীলাচল, কলকাতা – ৭০০ ১৩৪ / littleplaban@gmail.com)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

শতবর্ষের ইস্টবেঙ্গল যেন সমুদ্রমন্থনে উঠে আসা অমৃত

অরিঞ্জয় মিত্র

গড়ের মাঠের শতাব্দী প্রাচীন দুই ক্লাবের অন্যতম ইস্টবেঙ্গল একদিকে তাদের শতবর্ষ নিয়ে মাতোয়ারা। অপরদিকে মোহনবাগান দিবস পালিত হল গত ২৯ জুলাই। ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষ পালন উপলক্ষে বেশ কিছুদিন ধরে লাগাতার কর্মসূচি নিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তারই অঙ্গ হিসেবে ক্লাবের প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলাররা মিলে মিশে একাকার হয়ে উঠেছেন। বাইচুং ভুটিয়া যখন মঞ্চে ইস্টবেঙ্গলের প্রতি তাঁর আবেগ ব্যক্ত করছেন, তখন সুলে মুসার কলমে উঠে আসছে তাঁদের আসিয়ান জয়ের বিজয়মুহূর্তের কথা। ২৮ জুলাই মশাল মিছিলে কলকাতার চারদিক যেমন লাল-হলুদ হয়ে উঠেছিল তার জুড়ি মেলা ভার। আলোর ছটায় যেন প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল তিলোত্তমা। নানা বয়সের মানুষের সমাহারে বৃদ্ধ, যুবা থেকে কচিকাঁচায় সবাই মিলে ভরপুর।

মোহনবাগান অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের থেকে বয়সে অনেকটাই বড়। শতবর্ষ পেরিয়ে আরও নয়া মাইলস্টোন রচনার পথে এখন এই অন্যতম তারকা ক্লাব। তাদের তরফেও লাল-হলুদ শিবিরে শুভেচ্ছা গিয়েছে। পালটা ইস্টবেঙ্গলও মোহনবাগান দিবসের প্রীতিমূলক বার্তা পাঠিয়েছে। তবে শুভেচ্ছার উর্দ্ধে উঠে মোহন-ইস্টকে কিন্তু আরও বড় যুদ্ধ লড়তে হবে। বানিয়াদের হাতে চলে যাওয়া আইএসএলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যেমন হাঁটতে পারে দুই প্রধান, তেমনই এখনকার মতো আলাদা ধারাপথেও প্রবাহিত হতে পারে।

আইএসএলে যেসব টিম খেলে, যেসব বিদেশি তাদের হয়ে মাঠে নামে তাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার জন্য মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে আরও শক্তিশালী দল গড়তে হবে। আনতে হবে উন্নত মানের বিদেশি। এর জন্য বাজেট যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। অন্তত নিজেদের মান রাখতে হলে ভালো টিম গড়তে হবেই। ভালো ফাইনান্সার পেতে হবে সর্বাগ্রে। এইসব বাধা কাটিয়ে এগোতে পারলে তবেই কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে ফের জোয়ার আসবে। এটা মনে রাখা দরকার কলকাতার দুই প্রধানের (এমনকি মহমেডানেরও) যে সমর্থক সংখ্যা তা ভারতে আর কোনও টিমের নেই। বেঙ্গালুরু-আইজল এরা ভারতীয় ফুটবলের নবতম তারা। কলকাতার ফুটবল এগোলে এরাও আপসে-আপ নাম করবে, কামাল করবে সার্বিকভাবে। প্রফেশনালিজমের প্রেক্ষিতে ইস্টবেঙ্গল এখন অনেকটাই এগিয়ে। বিগত আই লিগে তাদের লড়াই সে কথাই প্রমাণ করেছে। লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচও নিজেকে মেলে ধরেছেন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এর সঙ্গে বিদেশি বাছাইয়ে তাদের নৈপুণ্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাই কলকাতার ফুটবল আবেগের সঙ্গে যদি প্রকৃতই পেশাদারিত্বের মিশেল ঘটানো যায় তবে গিয়েই সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে এখানকার ফুটবলে। নচেৎ ফুটবলমক্কা নামক পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে সবাইকে। লক্ষ্যণীয় ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন দেশের ফুটবলকে তুলে ধরার জন্য ক্রোয়েশিয়ান কোচ ইগরকে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এরসঙ্গে যদি ভারতীয় ক্লাবগুলি নিজেদের রপ্ত না করতে পারে তবে শত যোজন পিছিয়ে থাকতে হবে তাদের। সুখের কথা এই পেশাদারিত্বের কথা ঠাহর করেছে ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাই বা পঞ্জাবের মতো দল। সুফলও পেতে শুরু করেছে তারা। মোহনবাগানও গুটি গুটি পায়ে ইস্টবেঙ্গলের মতোই স্প্যানিশ কোচ এনেছেন। এবং জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে পেশাদারী ছাঁচ গড়ে তোলার।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ যেহেতু তাই লাল-হলুদ সম্পর্কে যে বেশি লেখা হবে তা বলাইবাহুল্য। তবে সেই লেখার তোড়েই ভেসে উঠবে প্রতিবেশি মোহনবাগানও। আসলে এরা দুজন যেন যমজ ভাই। একে অপরকে ছাড়া তাদের কোনও প্রাসঙ্গিকতাই নেই। ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাসের দিকে একটু তাকালে সবার বেশ কয়েকটা অধ্যায় সামনে আসবে যার প্রাসঙ্গিকতা এখনও বিশাল। আমেদ খা, আপ্পা রাও, ভেঙ্কটেশ, সালে, মুসা সম্বলিত পঞ্চপাণ্ডব তো ষাটের দশকে রত্নখনি করে তুলেছিল ইস্টবেঙ্গলকে। এরপর আবার ৭০ এর দশকের একেবারে প্রথম থেকে যেভাবে পিকে ব্যানার্জির কোচিংয়ে ইস্টবেঙ্গল টানা লিগ থেকে শুরু করে একের পর এক খেতাব জিতেছিল তাকেও এই গোল্ডেন এরিনার মধ্যে রাখতেই হবে। এইসময়ই ভাস্কর গাঙ্গুলি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুরজিত সেনগুপ্ত, শ্যাম থাপারা ময়দান কাঁপাতেন। এর পরের সেরা অধ্যায়টা অতি অবশ্যই আসিয়ান কাপ জয়ের লাল-হলুদ ব্রিগেড। অ্যালভিটো ডি কুনহা, সুলে মুসা, জুনিয়র, মাইক ওকেরো, অ্যালভিটো ডি কুনহা এবং বাইচুং ভুটিয়াদের রাজত্ব চলেছিল ওইসময়টা। এর আগে আশির দশকের ইস্টবেঙ্গলকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছে কৃশাণু দে-বিকাশ পাঁজি, সুদীপ চ্যাটার্জি, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, বিশ্বজিত ভট্টাচার্যরা। ভাস্কর-মনা তো ততদিনে ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে প্রচুর বিদেশি খেলে গিয়েছেন। কিন্তু তাও যার নামটা এখনও সর্বাগ্রে উঠে আসে তিনি হলেন মজিদ বাসকর। ভারতে খেলে যাওয়া সর্বকালের সেরা বিদেশি আখ্যাও দেওয়া হয় এই ইরানি জাদুকরকে।

কোচ হিসাবে পিকে ব্যানার্জি, অমল দত্ত, নইমুদ্দিন থেকে হালফিলের আলসান্দ্রো অনেকেই এসেছেন। তবে বিদেশি কোচেদের মধ্যে এখনও ইস্টবেঙ্গলের নয়নের মণি হয়ে আছেন ব্রিটিশ কোচ মর্গ্যান। মর্গ্যানের আমলে ইস্টবেঙ্গল যে দাপটের সঙ্গে খেলেছে এটা আজও একবাক্যে স্বীকার করেন সব ক্লাব প্রেমীই। মর্গ্যান এই মুহূর্তে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখান থেকে তার স্বীকারোক্তি লাল-হলুদের কোচিং জীবন তাঁর কাছে অন্যতম সেরা। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাই যে তাঁকে সর্বপ্রথম ইলিশ মাছের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। সেই স্বাদ আর ইস্টবেঙ্গল এখন তাঁর কাছে নস্টালজিক হয়ে উঠেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে আলোচনা করতে বসলে যে অফিসিয়াল তথা ক্লাব কর্তার নাম প্রথমেই উঠে আসে তিনি হলেন প্রয়াত জ্যোতিষ গুহ। বস্তুত তাঁর আমলে ইস্টবেঙ্গল সর্বপ্রথম আধুনিকতার স্বাদ পেতে শুরু করে। পল্টু দাস-জীবন জুটির কথা না বললে লাল-হলুদ বিষয়ক আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এদের শর্টকাটে বলা হত জিপ। সেরা দল গঠনে এরা যে কতবার নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছেন তা উল্লেখই করা যাবে না।

পরবর্তীকালে স্বপন বলও ইস্টবেঙ্গলের জন্য জান প্রাণ দিয়ে লড়ে গিয়েছেন। শঙ্কর মালি আর ইস্টবেঙ্গল ছিল কার্যত সমার্থক শব্দ। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মেম্বার থেকে খেলোয়াড়, প্রশাসক থেকে সাধারণ সমর্থক সবার চোখেই শঙ্কর মালি একজন গ্রাউন্ড স্টাফ নন, লাল-হলুদ অন্তপ্রাণ এক মানুষ। মজিদ ছাড়াও জামসিদ নাসিরি, চিমা ওকেরি, স্যামো ওমেলো, এমেকা এজুগোর মতো তারকা বিদেশি এসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ধনী করেছেন নানা মুহূর্তে। এই মুহূর্তে স্প্যানিশ কোচের নেতৃত্বে যে স্পেনের ফুটবলাররা লাল-হলুদ জার্সিতে ঝলমল করছেন তারাও এই শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের বিবর্তনের নিদর্শন বলেই মনে করছে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা।

স্বপ্নের দল ইস্টবেঙ্গল, বাঁশবেড়িয়ায় ফ্যান ক্লাবের ফুটবল

মলয় সুর : রবিবার ২৮ জুলাই সকালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে বর্ণময় শতবর্ষ উৎসব উদযাপিত অধ্যায়ের অনুষ্ঠানের দিনই হুগলির বাঁশবেড়িয়াতে বাঙাল বিগ্রেড বাঁশবেড়িয়া ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে অনূর্দ্ধ ১৭ ছেলেদের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর কলকাতার কুমারটুলি কৃপানাথ সেন লেনে ১ আগস্ট ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সুরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বাঁশবেড়িয়া সর্বপল্লী যুব সংঘের মাঠে সেভেন-এ সাইড একদিনের এই টুর্নামেন্টে দিবা-রাত্রি খেলায় মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে। এদিন মফস্বল শহরে ইস্টবেঙ্গলের নামাঙ্কিত বাঙাল ফ্যান ক্লাব নামকরণে দর্শক টানার ক্ষেত্রে বা সমর্থনের ভিত্তি তৈরিতে একটা ভূমিকা নিয়েছিল বলাই বাহুল্য। নিজেদের টুর্নামেন্টে মাঠটার চারিদিকে বিরাট সাইজের লাল হলুদ পতাকা টাঙানো থাকায় আরও রঙিন হয়ে ওঠে মাঠের চারপাশ। এরই মাঝে সন্ধ্যায় বেশ কয়েকবার বৃষ্টিতে মাঠ পিচ্ছিল হয়ে যায়। এরমধ্যে ছোটদের পাস, ড্রিবল, ডজে দৃষ্টি নন্দন খেলায় বেশ নজর কাড়ে। আমাদের দেশে প্রতিভার কোনও অভাব নেই এবং সেই জন্যই এই ধরনের টুর্নামেন্টগুলো অত্যন্ত জরুরি। যেখান থেকে এই প্রতিভারা উঠে আসার সুযোগ পাবে। ইস্টবেঙ্গল জার্সিটার মধ্যে উত্তাপ এবং একটা স্বপ্ন আছে। এই বাঙাল বিগ্রেড ফ্যানস ক্লাব সদস্য সমর্থকদের লাল-হলুদ জার্সি পড়ে বেশ আবেগাপ্লুত হতে দেখা যায়। এই উপভোগ্য ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় সল্ট লেক কালচার আকাদেমি ও ত্রিবেণী শিবপুর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। খেলায় দু'দলই ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। এরপর ট্রাইব্রেকারে ত্রিবেণী শিবপুর স্পোর্টিংকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে সল্ট লেক কালচার চ্যাম্পিয়ন হয়। তাঁদের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে শতবার্ষিকী রানার আপ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এদিন সল্টলেক কালচার দলের রাকেশ হালদার টপ স্কোরার হওয়ার জন্য গ্লোডেন বুট পায়। অন্যদিকে ওই একই দলের বাপি দাস ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচিত হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অরিজিতা শীল, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অমিত ঘোষ, ফ্যান ক্লাবের আবেগের জোয়ারে সেই চনমনে সদস্যরা সুরজিৎ গুহ, অক্ষয় সাহা প্রমুখরা। মঞ্চে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে আবেগতাড়িত ভাষায় সঞ্চালন করেন অনির্বাণ রায় চৌধুরী।

ইস্টবেঙ্গলের উৎসবে অংশ নেওয়া ঢাকিরা অভিমান বোধ করছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুমারটুলি পার্কে ইস্টবেঙ্গলের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সাদা ধুতি, লাল-হলুদ জার্সি ও টুপি পরিহিত ঢাকিরা নজর কাড়লেন। ধুতি নিজেরা বাড়ি থেকে এনেছেন। জার্সি ও টুপি দেওয়া হয় ক্লাব থেকে। সেই সুদূর কাটোয়া লাইনের সালার থেকে শনিবার বিকেলে হাওড়া স্টেশনে সবাই ছিলেন। সেখানে ঢাকিরা সকলেই মুড়ি খেয়ে রাত কাটান। রবিবার সকালে ক্লাবের পাঠানো গাড়ি করে কুমারটুলি পার্কে এসে হাজির হয় একশো জন ঢাকি। তাঁদের লাল-হলুদ জার্সির পিছনে লেখা 'স্পর্ধার একশো'।আসছে পুজোর মরশুম পুজোয় ঢাক বাজানোর বরাত জুটলেও বছরের বাকি সময় তাঁদের চাষবাস করেই খেতে হয়। এবার প্রায় বৃষ্টি না হওয়ার ফলে নতুন ধানের চারা রোপণ করতে পারেননি। এই নিয়েই চিন্তায় বিভোর তারা। হাওড়া থেকে ঢাকিরা আজিমগঞ্জ সালার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বাড়ি যাওয়ার সময় এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ইস্টবেঙ্গলের জার্সি পরেই অনেকেই ট্রেনে বসেন। ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের চুক্তি ছিল মাথাপিছু প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে।

কিন্তু কাউকে কোনও খাবার দেওয়া হয়নি। সারাদিন ঢাকিরা খিদের জ্বালায় ভীষণ কষ্ট পায়। সেই সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে শত কষ্ট উপেক্ষা করেও ইস্টবেঙ্গলের একশো বছরের সাক্ষী থাকা তাদের কাছে গর্বের বিষয়। কিন্তু অনেকে এত বড় অনুষ্ঠানে ভালো মনে নিতে পারেন নি।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

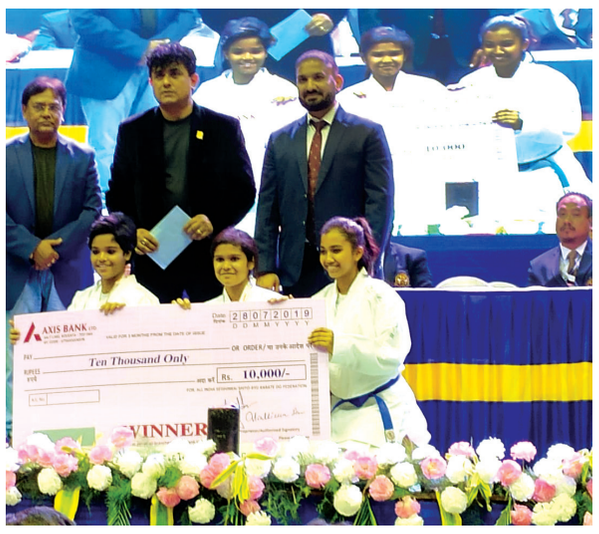

নিজস্ব প্রতিনিধি : অল ইন্ডিয়া সেইসিকাই সিটো-রু ক্যারাটে-ডু ফাউন্ডেশন পঞ্চম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করেছিল গত ২৬ থেকে ২৮ জুলাই কলকাতায়। প্রায় ৬ হাজার অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন দেশের যেমন, শ্রীলঙ্কা, ইরান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান সহ অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণকারীরাও। এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য ক্যারাটে মাস্টার তথা ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফাউন্ডেশনের রেফারি ও জাজ এবং এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের কোচ এবং জাজ হানসি প্রেমজিৎ সেন, রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়, সর্বভারতীয় বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিনহা, ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার অধ্যক্ষ ভারত শর্মা, জাপানের কনস্যুল জেনারেল মাসাউকি তাগা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব দফতরের প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা। বিজেতাদের জন্য ছিল নগদ পুরস্কার, প্রথম বিজয়ীরা পেয়েছেন ৭৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় বিজয়ীরা ৫০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীরা ২৫ হাজার টাকার পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়। এই জাঁকজমক পূর্ণ ক্যারাটে প্রতিযোগিতার ভবিষ্যতে যে আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে তা অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহে বোঝা যায়। ক্যারাটে এখন এক সুন্দর স্থান নিচ্ছে সারা বিশ্বে তথা ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গেও। ভারতবর্ষের এই প্রাচীন খেলা ঘুরপথে হলেও প্রসিদ্ধি পাচ্ছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক।

বারোটার ঘন্টা বেজেছে ডংয়ের ফুটবল জীবনে

সুকুমার পালিত: শান্তশিষ্ট, মধুরভাষী ফুটবলার হিসেবে নিজের প্রথম মরসুমে কলকাতা ময়দানে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ান ডু ডং হিউং। কলকাতা লিগে তার সৌজন্যেই শক্তিশালী মোহনবাগানকে বড় ব্যবধানে হারায় ইস্টবেঙ্গল। টানা ষষ্ঠবারের জন্য লিগজয়ীর শিরোপাও মাথায় পরে ইস্টবেঙ্গল।। সেই ডং পরের দিকে চূড়ান্ত অফ ফর্মে চলে যান। তৎকালীন কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের বিষ নজরেও চলে যান ডং। তাও লাল-হলুদ জনতা তাকে মাথায় করে রেখেছিল মূলত তার ভালো ব্যবহারের জন্য। এরপর র‍্যান্টি মার্টিন্স কার্যত ডংয়ের অভিভাবকের দায়িত্ব নিয়ে তাকে ফের পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরিয়ে আনেন। এসবই অনেক পুরনো কথা। কারণ লাল-হলুদ জনতার একসময়ের নয়নের মণি ডু-ডং-হিয়াঙ এখন অতীত।

ব্রিটিশ কোচ ট্রেভর জেমস মর্গ্যানের আমলটা মাঝে ইস্টবেঙ্গলে বেশ সুদিন ফিরিয়েছিল। তিনি ছিলেন নিয়মশৃঙ্খলার ব্যাপারে দারুণ কড়া। সেই মর্গ্যান পর্যন্ত বেজায় অসন্তুষ্ট হতেন ডংয়ের খামখেয়ালি মতিগতিতে। প্রায়শই নাকি নানা ফ্যাঁকড়া নিয়ে ক্লাব কর্তাদের ওপর চাপ বাড়াতেন এই দক্ষিণ কোরিয়ান। সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেছেন। সর্বোপরি কোচের প্ল্যানিং অনুযায়ী নাকি চলতেন না। এদিকে দিন দিন ম্যাচে তার পারফরমেন্স হচ্ছিল হতকুৎসিৎ। একটা-দুটো ভালো খেলার ডিভিডেন্ড ভাঙিয়ে যদি তিনি খেতে চেয়েছিলেন। যা ছিল চরম ভুল। কারণ মর্গ্যান বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য নন। বিশুদা রাগ করলেও পরে অ্যাডজাস্ট করতেন। কিন্তু দলীয় স্ট্র্যাটেজিতে যদি ডংয়ের এই বদমেজাজ প্রভাব ফেলে তা হলে তাকে ছেটে ফেলতেও দ্বিধা করে নি ট্রেভর জেমস মর্গ্যান। এমনটাই অভিমত ফুটবল বিশেষজ্ঞদের। সেক্ষেত্রে কলকাতা লিগই ছিল তার চূড়ান্ত সময়সীমা। আর এই হঠকারী মেজাজের জন্য আদতে তার খেলাটাই খারাপ হতে বসেছে সেটা কি ডু ডংয়ের মাথায় ঢুকেছে। মজিদ বাস্কারের মতো এদেশের মাটিতে সর্বকালের সেরা বিদেশির কেরিয়ার সংক্ষিপ্ত হয়েছিল শুধুমাত্র বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য। হালফিলে মোহনবাগানের হয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনা তৈরি করা লালম পুঁইয়া হারিয়ে গিয়েছে এই খ্যাপাটে ব্যবহার এবং বেহিসাবী জীবনযাপনের জন্য। ক্রিকেটে শচীনের বন্ধু বিনোদ কাম্বলির কেরিয়ার শেষ হওয়ার পিছনেও তার অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা বড় কারণ বলে মনে করা হয়। এদিকটা আশা করি একটু ভেবে দেখবেন ডং। কারণ, এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে সেভাবে কোনও ভালো ক্লাব জোটেনি একসময় আলোড়ন ফেলা ডংয়ের ভাগ্যে। প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে তার ফুটবল জীবন। মজিদ অতবড় প্রতিভাবান হয়েও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেন নি, শুধুমাত্র অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের জন্য। সেদিক থেকে জামশিদ নাসিরি অত বড় মাপের ফুটবলার না হয়েও শৃঙ্খলাপরায়ণতার জন্য তাঁর কেরিয়ার দীর্ঘায়িত করতে পেরেছিলেন। ডংয়ের বিষয় আজও যে লেখা হচ্ছে, বা গড়ের মাঠে তাঁকে নিয়ে এখনও চর্চা হয় তার দুর্দান্ত ফুটবলের জন্যই। সেটা যাতে হারিয়ে না যায় সেই প্রার্থনাই এখন আপামর ফুটবলভক্তদের।

আকাশবাণীতে ডুরান্ডের ধারাভাষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ফুটবলের জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য সেই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে দীর্ঘ প্রায় দু'দশক পর আবার গত ২ আগস্ট থেকে প্রথমবার বাংলায় অনুষ্ঠিত ডুরান্ড কাপের (১২৯ তম) ১৮টি ম্যাচের সরাসরি ধারাভাষ্য শুরু হল। ১৪ দিনে ডুরান্ডের ১৮টি ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার করবে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র। আকাশবাণী সূত্রে খবর, বিকেল তিনটে থেকে যে ম্যাচ শুরু হবে তা শোনা যাবে কলকাতা 'ক' (গীতাঞ্জলি) কেন্দ্রে। আর সন্ধে ছ'টায় ম্যাচ শোনা যাবে কলকাতা 'খ' (সঞ্চয়িতা) কেন্দ্রে। এবারের ডুরান্ডের যুগ্ম-আয়োজক সেনাবাহিনী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

পাক ক্রিকেটের মিসবা জমানা

রবীন বিশ্বাস : এই মুহূর্তে পাকিস্তান ক্রিকেট টিমকে নিয়ে কোনও আলোচনা হলে অনেকেই হয়তো রীতিমতো ভুরু কুঁচকে জানতে চাইবেন, কি ব্যাপার আর কোনও দল নেই? পাকিস্তানকে নিয়ে কেন এত আলোচনা? এক্ষেত্রে এটাই বলা যায় ক্রিকেটের ইতিহাসে পাকিস্তানও অত্যন্ত লড়াকু দল হিসেবেই চিহ্নিত। অতীতের দলটাই একবার ভাবুন না। মহসিন খান, মুদাসসার নজর, ওয়াসিম বারি, ইমরান, জাহির, মিঁয়াদাদ, সেলিম মালিক, সরফরাজ নওয়াজ, আব্দুল কাদির, আব্দুল হাফিজ প্রমুখ ক্রিকেটাররা যখন খেলেছেন তখন স্বর্ণযুগের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে পাকিস্তান। আজ জাতি দাঙ্গায় দীর্ণ সেই দেশেরই কী করুণ পরিণতি। যে ভারতকে একসময় ধরে ধরে হারাত পাকিস্তান, সেই তাদেরই উপর্যুপরি হার মানতে হচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার কাছে। বিশ্বকাপের মঞ্চে তো একটানা সাতবার হারের লজ্জা কুড়িয়েছে পাক বাহিনী। কিছুদিন আগেও এই হতশ্রী দশা থেকে পাকিস্তান সাময়িকভাবে যে মুখ তুলতে পেরেছিল তার পুরোপুরি কৃতিত্ব ছিল মিসবা উল হলের। এই আলোচনা মূলত তাঁর আমলে পাক ক্রিকেটের শ্রীবৃদ্ধি নিয়েই কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

আসিফ ইকবাল, ইমরান খান, জাভেদ মিঁয়াদাদ, জাহির আব্বাস, ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার ইউনিস, ইনজামাম উল হক সহ কত অধিনায়ক যে পাকিস্তানের ক্যাপ্টেনশিপ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এদের মধ্যে ইমরান দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন। যা উপমহাদেশের মাটিতে পাকিস্তানের কাঁধ অনেকটাই চওড়া করেছে। তবে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া কোনও দলকে নেতৃত্ব দিয়ে তাকে পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরিয়ে আনার মতো কঠিন কাজ মনে হয় পূর্ববর্তী কোনও অধিনায়ক করেননি পাকিস্তানের জন্য। আর এই অসম্ভবটাই একটা সময় সম্ভব করেছিলেন মিসবা-উল-হক। যাকে ইমরান, আসিফ ইকবালদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে রেখে সেরা পাক অধিনায়ক বলে তুলে ধরা হয়। শুধু একটা নিচের সারির দলকে টেনে তোলাই নয়, মিসবা যে কাজটা করেছেন তা পাকিস্তান কেন, দুনিয়ার অন্য কোনও ক্রিকেট ক্যাপ্টেনও পারতেন কি না সন্দেহ। পাকিস্তানকে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মিসবার অনবদ্য ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটা ঠিক ভারত যদি সেইসময় ক্যারিবিয়ান সফরের শেষ টেস্ট খেলার সুযোগ পেত তাহলে নিশ্চিতভাবে কোহলিবাহিনী হারিয়ে দিত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। তার জন্য অবশ্য পাকিস্তানকে বা মিসবার অধিনায়কত্বকে একেবারেই খাটো করা যায় না।

আজহারের পর বেটিং কেলেঙ্কারির কালো ছায়ায় জর্জরিত ভারতীয় দলকে নতুন করে সংঘবদ্ধ করেছিলেন তৎকালীন অধিনায়ক সৌরভ। অনেকটা তেমনভাবেই যেন মিসবা পাক ক্রিকেটকে মেলে ধরেছিলেন ক্রিকেট বিশ্বে। তাই কখনও অধিনায়ক হিসেবে তাকে সৌরভ আবার কখনও ইমরানের মতো লেগেছে। মিসবা উল হল ব্যাটসম্যান হিসেবেও যথেষ্ট উচুদরের ছিলেন। তার আরেক পূর্বসূরী ইনজামাম উল হকের মতোই রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁকে রান আউট হওয়ার অভিশাপ কুড়াতে হয়েছে। তাও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের কাজে অবিচল থেকে মিসবা প্রমাণ করতে চান তিনি মিসবা-উল-হক।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com